NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ পহেলগাঁওয়ে নিহত সমীর এবং বিতানের বাড়িতে রাজ্যের দুই মন্ত্রী

২৫০ নয়, মাত্র ৪০ জনের হাতে চেক, বাকিরা প্রত্যাখিত: শুভেন্দু ৩

কলকাতা ৭ মে ২০২৫ ২৩ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩২৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.05.2025, Vol.18, Issue No. 324, 8 Pages, Price 3.00

আজ দেশজুড়ে অসামরিক মহড়া, হবে বাংলার ৩১টি জায়গায়তেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ রক্ষার প্রস্তুতিতে আজ মক ড্রিলের আয়োজন করা হচ্ছে দেশ জুড়ে। সারা দেশে ২৫৯টি স্থানে মহড়ার আয়োজন করা হচ্ছে। এরাজ্যের কলকাতা-সহ মোট ৩১টি জায়গায় এই মক ড্রিল আয়োজন করা হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যে যে বিষয়ে মহড়া দিতে বলেছে, তার মধ্যে অন্যতম; বিমান হামলার সতর্কতা সাইরেন ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা, নাগরিকদের সুরক্ষার স্বার্থে সাধারণ মানুষ, বিশেষত পড়ুয়াদের ভূমিকা কী হবে, হঠাৎ ব্ল্যাকআউট হলে কী করণীয় এবং জরুরি পরিস্থিতিতে কী ভাবে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানো হবে ইত্যাদি।

সীমান্ত ঘেরা রাজ্য বাংলা। তাই যুদ্ধ হলে যেকোনো সময় বড়সড়ো আঘাত নামতে পারে এ রাজ্যের উপর। তাই দ্রুত রাজ্য সরকারকে সমস্ত প্রস্তুতি সেরে রাখতে বলেছে কেন্দ্র। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ডাকা বৈঠকে রাজ্যের প্রতিনিধিদের সপ্তাহখানেকের মধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যেখানে ত্রুটি রয়েছে সেগুলি দ্রুত সংশোধন করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এদিনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন রাজ্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মক ড্রিল ও সম্ভাব্য আপৎকালীন অবস্থার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এনডিআরএপ-এর ডিজি। রাজ্যের প্রস্তুত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সচিব রাজেশ সিন্‌হা, ছিলেন ডিজি সিভিল ডিফেন্স জগমোহন।

এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, যদি কোনওভাবে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয় তাহলে কিভাবে সামগ্রিকভাবে উদ্ধারকাজ বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে রাজ্যকে। এটাই মূলত যে মকড্রিলের কথা বলা হচ্ছে তা। রাজ্যের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই মকড্রিলের সঙ্গে সরাসরি সাধারণ মানুষের কোনে যোগ নেই। বরং এর সঙ্গে অনেক বেশি জড়িত বিভিন্ন ব্যবস্থা যেমন অ্যাম্বুল্যান্স, অগ্নি নির্বাপন, উদ্ধার কাজ, হাসপাতালের বেড প্রকৃতি। সবকিছু কতটা সচল আছে সবটাই ঝালিয়ে নেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে রাজ্যের সাথে ১৭ টি জেলাকে অতি স্পর্শকাতর বলা হচ্ছে। তবে কোথায় কোথায়

মকড্রিলের করা হবে সবটাই নির্ভর করবে রাজ্য সরকারের উপর। কারণ, যে কোনও ঘটনা ঘটলে উদ্ধার কাজ করতে হবে তাদের তাই এক্ষেত্রে প্রশাসন কতটা প্রস্তুত সেটাই ঝালিয়ে নেওয়ার সময় এটা। এই সাত দিনের মধ্যে সামগ্রিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে নিজেদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

এখনো পর্যন্ত প্রশাসনিক সূত্রে যতদূর জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে জেলা ধরে ধরে একাধিক সাইরেন রয়েছে। শুধু শহর কলকাতায় সাইরেন রয়েছে ৯২ টি। তবে এর বড় অংশ দীর্ঘদিন অবব্যবহারের ফলে অকেজো হয়েছিল। সেগুলিকে দ্রুত সারিয়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবার জেলা ধরে বিচার করলে প্রত্যেক জেলায় কুড়ি থেকে ২৫ টি সাইরেন রয়েছে। তারমধ্যে প্রত্যেক জেলার হেড কোয়ার্টারে একটি সাইরেন থাকছে।

ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন এই মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে ৬২টি স্যাটেলাইট ফোন রয়েছে। রাজ্যের সঙ্গে সিভিল ডিফেন্সের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হবে এয়ারফোর্স। এয়ারফোর্সের মাধ্যমেই খবর আসবে সিভিল ডিফেন্সের কাছে। এরপর সিভিল ডিফেন্স থেকে অন্যান্য সর্বত্র সেই খবর বা সাবধানবাণী পৌঁছে দেওয়া হবে। সেই মতো পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে দ্রুত প্রত্যেক জেলা ধরে ধরে কন্ট্রোল রুম তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। যেগুলি সকাল থেকে রাত ২৪ ঘণ্টা চলবে। যেহেতু বর্ষার কথা মাথায় রেখে মেয়ে মাস থেকেই রাজ্যে এই ধরনের কন্ট্রোলরুম চালু হয়ে যায়। আপাতত সেগুলিকেই যুদ্ধ হলে উদ্ধার কাজ ও বিপর্যয় মোকাবিলায় ব্যবহার করা হবে। নবান্ন সূত্রে খবর আপাতত রাজ্যের হাতে রয়েছে সাত দিন। সেখানে পরিকাঠামোগত খামতি থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমস্তই জোগাড় করতে হবে রাজ্যকে। সেটাই আদতে হবে মকড্রিল। যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষকে রক্ষার পদ্ধতি।

মহড়ায় কী করতে হবে

১. বিমান হামলার সময়ে সতর্কতামূলক সাইরেন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা।

২. নাগরিক, পড়ুয়াদের নাগরিক প্রতিরক্ষা প্রোটোকলের প্রশিক্ষণ।

৩. হঠাৎ আলো নিবিয়ে দিয়ে 'ক্র্যাশ ব্ল্যাকআউট' মহড়া।

৪. গুরুত্বপূর্ণ ভবন, পরিকাঠামো আগে থেকে ঢেকে দেওয়ার প্রস্তুতি।

৫. জরুরি অবস্থায় দ্রুত নিরাপদ স্থানে যাওয়ার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং তা অনুশীলন করা।

৬. নিকটবর্তী বায়ুসেনা ঘাঁটির সঙ্গে কার্যকরী 'হটলাইন' সংযোগ স্থাপন।

৭. 'কন্ট্রোল রুম' এবং 'ছায়া কন্ট্রোল রুম' কতটা তৈরি, তারও মহড়া।

সুতিতে দাঁড়িয়ে 'মা-মাটি-মানুষের গোত্র ও জাত' চেনালেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে প্রতিবাদে দেশজুড়ে অশান্তি হয়েছে। তার খানিক আঁচ পড়েছে এ রাজ্যেও। মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার দু, একটি জায়গা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। যদিও পুলিশি সক্রিয়তায় এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। এই অবস্থায় মুর্শিদাবাদ সফরে গিয়ে মঙ্গলবার সুতির প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, 'আমরা সবাই সংশোধনীর বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু কেন্দ্র শোনেনি। আইন করে দিয়েছে। তা কেন্দ্র আইন করলে করুক। আমি এখানে যতদিন আছি, না হিন্দু, না মুসলমান, না বৌদ্ধ, না খ্রিস্টান , আপনাদের কারও গায়ে আঁচ লাগতে দেব না।'

ওয়াকফ ইস্যুতে অশান্তির নেপথ্যে মুখ্যমন্ত্রী আগেও দায়ী করেছেন বহিরাগত শক্তিকে। এদিনও তিনি অভিযোগ করলেন, অন্যের উস্কানি, প্ররোচনায় মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এবিষয়ে জনতাকে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওয়াকফ নিয়ে আমাদের এখানে কোনও প্রশ্ন নেই। এই নিয়ে আমি আর কিছু বলব না। ওয়াকফ নিয়ে আপনাদের কিছু বলার থাকলে দিল্লিতে যান। বাংলায় আমি আছি, মাথায় রাখবেন। আমি যতদিন আছি, আপনারা কারও কথায় নিজেদের মধ্যে অশান্তি করবেন না। আজ আমায় কথা দিন।' মমতা এও জানান, রাজ্য সরকার কোনও ধর্মেরই সম্পত্তি অধিগ্রহণের পক্ষে নয়। এদিন সুতিতে সাম্প্রদায়িক অশান্তি রুখে মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে মমতার সতর্কবাণী, 'দাঙ্গা মানে মানুষের বাড়ি পোড়া, রক্ত ঝরা। আমি দাঙ্গার পক্ষে নই,

দিলেন সম্প্রীতির বার্তা

মানুষের পক্ষে। বিজেপি কিংবা কোনও মৌলবাদী সংগঠনের কথা শুনে প্ররোচিত হবেন না। দাঙ্গা আপনারা করবেন, আমি কেন তার দায় নেব? রাজ্য সরকার কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।'

তিনি বলেন, 'বিজেপির কথা শুনে, মৌলবাদীদের কথায় প্ররোচিত হবেন না। কোনও ভাগাভাগি করবেন না। মানুষে মানুষে ভাগ করবেন। ভাগ করলে আমার গলাটা হৃদয় থেকে বাদ দিয়ে দিন।' মমতার সাফ কথা, 'মানুষ হিংসা করে না। হিংসাকারীদের বাইরে থেকে আনা হয়। আপনারা প্ররোচনায় কেউ কেউ পা দিয়ে দেন। দয়া করে পা দেবেন না। কারও কথায় হিংসা করবেন না, যদি কথা দিতে পারেন তাহলে দিদি আপনাদের সঙ্গে থাকবে। আর যদি হিংসা করেন তাহলে সবাই থাকলেও দিদি থাকবে না। আমি আলো দেখতে চাই। আমি অন্ধকার দেখতে চাই না। এটা আমার জীবনের স্বপ্ন।'

প্রসঙ্গত, ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে চলা আন্দোলনে সম্প্রতি বেনজির হিংসার ছবি দেখেছে মুর্শিদাবাদ। জ্বলেছে সামশেরগঞ্জ থেকে জলঙ্গি, সুতি। ঝরেছে প্রাণ, গিয়েছে রক্ত। এবার সেই মুর্শিদাবাদে গিয়ে মমতা কী বার্তা দেন সেদিকে নজর ছিল গোটা রাজ্যেরই। এবার সেখান থেকেই মমতার মুখে বারবারই শোনা গেল সম্প্রীতির কথা। স্পষ্ট বললেন, 'ভাগ করলে আমার গলাটা হৃদয় থেকে বাদ দিয়ে দিন।' এলাকার মহিলাদের উদ্দেশ্যে মমতার বার্তা, হিংসাকারীদের ঠেকাতে প্রয়োজনে হাতা-খুন্তি নিয়ে তৈরি থাকতে হবে।

সম্প্রীতির কথা বলতে গিয়ে মমতা বলেন, 'যখন রক্তদান শিবির হয় তখন নামটা লিখে নেয়। লেখা হয় কী পদবি, কী ধর্ম, কত বয়স। কিন্তু সেই রক্ত যখন ব্লাড ব্যাঙ্কে চলে যায় তখন কোনও নামও লেখা থাকে না। ধর্মও লেখা থাকে না। হিন্দুর রক্ত মুসলমানের শরীরে চলে যায়, মুসলমানের রক্ত শিখের গায়ে চলে যায়, শিখের রক্ত খ্রিস্টানের দেহে চলে যায়। এই রক্ত মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য, মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়।' এরপরই তাঁর সংযোজন, 'আমার ধর্ম একটাই। মা মাটি মানুষ আমার গোত্র। জগন্নাথ ধামেও আমায় জিজ্ঞেস করেছে আপনার গোত্র কী। আমি বলেছি, মা মাটি মানুষ।'

১০ সদস্যের কমিটি গঠনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদে দলের একাধিক জনপ্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে 'পরিকল্পিত হিংসা'র ঘটনা ঘটল তা নিয়ে প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সাম্প্রতিক যে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে, তার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না হয়, তা নিশ্চিত করতে জেলার বিধায়ক, সাংসদ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। শাসকদলের একটি সূত্রে খবর, বীরভূমের কোর কমিটির মতো মুর্শিদাবাদেও ১০ জন সদস্যের কমিটি গঠন করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে কয়েক জনকে দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে।

আজ উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ উচ্চ মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৫০ দিনের মাথায় প্রকাশিত হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল। গত ৩ মার্চ শুরু হয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, শেষ হয় ১৮ মার্চ। আর ৭ মে, বুধবার প্রকাশ হতে চলেছে সেই পরীক্ষার ফল। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় সংসদের অফিস থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে ফল প্রকাশ করা হবে। বিজ্ঞপ্তিতে এও জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে ও মোবাইল অ্যাপে ফলাফল দেখা যাবে বুধবার দুপুর ২টো থেকে। রেজাল্টও ডাউনলোড করা যাবে। তবে মার্কশিট পাওয়া যাবে ৮ মে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার।

West Bengal Council of Higher Secondary Education

সংসদের পক্ষ থেকে এর পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, তৎকাল রিভিউ ও স্ক্রুটিনির আবেদন গ্রহণ করা হবে ৮ মে রাত ১২টা থেকে ১১ মে রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। তৎকাল স্ক্রুটিনির জন্য ৬০০ টাকা এবং রিভিউয়ের প্রতি বিষয়ের জন্য ৮০০ টাকা লাগবে। তৎকাল ছাড়া সাধারণ স্ক্রুটিনির ও রিভিউয়ের আবেদন গ্রহণ করা হবে ৮ মে, রাত ১২টা থেকে ২২ মে, ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। সাধারণ স্ক্রুটিনির জন্য ১৫০ টাকা এবং রিভিউয়ের জন্য ২০০ টাকা করে লাগবে। রিভিউ শুধুমাত্র ২টি বিষয়ের উপর করা যাবে। এই পুরো প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে করতে হবে। যারা রিভিউ বা স্ক্রুটিনির আবেদন করবে, তারা আরটিআই (তথ্যের অধিকার আইন) করতে পারবে না। উল্লেখ্য, এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ১০ হাজার। গতবারের তুলনায় সংখ্যাটা অনেকটাই কম।

শবরীমালা যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৬ মে: ভারতের প্রথম কোনও রাষ্ট্রপতি কেরলের শবরীমালা আয়াপ্পা মন্দির পরিদর্শনে যাচ্ছেন। আগামী ১৯ মে রাষ্ট্রপতি দ্রোপদী মুর্মু মন্দির পরিদর্শন করবেন বলে ত্রাভাঙ্কর দেবস্বম বোর্ড জানিয়েছে। টিডিবি-র দাবি, রাষ্ট্রপতির এই পরিদর্শন ঐতিহাসিক হতে চলেছে।

আগামী ১৮ মে থেকে দু'দিনের কেরল সফরে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি। সফরের প্রথমদিন অর্থাৎ ১৮ মে কোয়াট্টম জেলায় একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। পরের দিন ১৯ মে মন্দিরের কাছে নীলাক্কল হেলিপ্যাডে পৌঁছবেন। পাম্পা বেস ক্যাম্প হয়ে তীর্থযাত্রীদের মতো ৪.২৫ কিলোমিটার পথ হেঁটে মন্দিরে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হবে বলে জানা গিয়েছে।

শহিদ জওয়ানের স্ত্রীকে সরকারি চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিশ্রুতি রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। কাশ্মীরে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ বাংলার জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের স্ত্রীকে সরকারি চাকরি দিলেন তিনি। মঙ্গলবার সুতির প্রশাসনিক সভায় জওয়ানের পরিবারকে ডেকে স্ত্রী শাহানাজ শেখকে চাকরির ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া সুতির কাশিমনগরের ওয়াকফ অশান্তিতে প্রাণ হারানো এজাজ আহমেদের পরিবারের একজনকেও চাকরি দেওয়ার ঘোষণা করেছেন তিনি। এছাড়া আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছে।

গুজরাতে ঝড়-বৃষ্টিতে মৃত ১৩

আমদাবাদ, ৬ মে: গুজরাতে ঝড়-বৃষ্টি এবং বজ্রপাতে এক দিনে মৃত্যু হল ১৩ জনের। ভারী বৃষ্টি এবং ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, ঝড় এবং বৃষ্টির কারণে প্রচুর সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কোথাও বাড়ি ভেঙে পড়েছে, কোথাও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়েছে, কোথাও আবার গাছ পড়েছে। তবে আগামী এক থেকে দু'দিন এই দুর্যোগ চলবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, সোমবার খেড়া, গান্ধিনগর, মেহসানা, বডোদরা জেলায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া চলে। সঙ্গে ভারী বৃষ্টি এবং বজ্রপাত। এই চার জেলায় ২৫-৪০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। অহমদাবাদ, আনন্দ, খেড়া, দাহোড়, আরাবল্লি এবং বডোদরায় মোট ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে খেড়া জেলায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। বডোদরায় মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। আমদাবাদ, দাহোড় এবং আরাবল্লিতে দু'জন করে মারা গিয়েছেন।

নিমকাঠ বিতর্কে ইতি টানলেন ওডিশার মন্ত্রীই

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরীর নিমকাঠ চুরি করে দিঘার জগন্নাথ মূর্তি বানানো হয়েছে। এবার এই বিতর্কে জল ঢাললেন খোদ ওডিশার আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন। সাফ জানালেন, তদন্তে দেখা গিয়েছে পুরীর নব কলেবরের উদবৃত্ত নিমকাঠে বানানো হয়নি দিঘার জগন্নাথ বিগ্রহ। বিষয়টি স্পষ্ট হতেই 'কুৎসাকারী'দের পালটা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর খোঁচা, 'কী মুখে ঝামা ঘষা হল তো!'

'কুৎসা'য় তোপ মমতারও

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে উদ্বোধন হয়েছে অক্ষয় তৃতীয়ায়। তারপর থেকেই বিতর্ক শুরু হয়। অভিযোগ উঠছিল, ২০১৫ সালের পুরীর জগন্নাথ মন্দির বিগ্রহের নব কলেবর করার পর যে উদবৃত্ত নিমকাঠ ছিল তা দিয়ে দিঘার মূর্তি তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। তদন্তের নির্দেশ দেয় ওডিশা সরকার। তারপর অভিযোগ ওড়ান সে রাজ্যের আইনমন্ত্রী। পৃথ্বীরাজ হরিচন্দনের কথায়, 'পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বাড়তি কাঠ থেকে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের মূর্তি বানানো-এই ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হয়। মহারানা সেবক যে সমাজ আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলার পর, এটা সামনে এসেছে, কাঠের যতটা অংশ বাকি রয়েছে, তা নিয়ে নতুন করে কোনও মূর্তি বানানো অসম্ভব। ওখানকার দ্বৈতাপতি সমাজের সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তখনই দ্বৈতাপতি সমাজের সেক্রেটারি যে তদন্ত করেছেন, তাঁরাও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, যেটা বলা হয়েছিল, সেটা ভুলবশত হয়েছে।'

বিষয়টি স্পষ্ট হতেই পালটা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'আমাকে বলেছিল, আমি জগন্নাথ মন্দিরের কাঠ চুরি করেছি! কী মুখে ঝামা ঘষা হল তো! যারা বলেছিলেন চুরি করেছি তারাই বলছেন, না এখান থেকে নেয়নি!' তাঁর সংযোজন, 'এত ভালো মন্দির করলাম তারপরেও কুৎসা। বলল চুরি করেছি। ভবিষ্যতে মানুষ কড়ায় গণ্ডায় এর জবাব দেবে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Mr. Debashis Biswas, S/o- Late Chittaranjan Biswas 30-04-2025 Ld. Executive Magistrate (IST Class) Krishnagar কোর্টের এফিডেভিট বলে Debashis Biswas হলাম। Mr. Debashis Biswas ও Debashis Biswas এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৫/২০২৫ তারিখে মেট্রপলিটন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কোলকাতা কোর্টে ১০৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sita Rani Santal & Sitarani Tudu ও আমার স্বামী Tara Chand Santal & Tarachand Tudu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৪/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৫৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Ahasunuddin Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rafiqueuddin Sarkar ও Rafiqueddin Sarkar, Rafik Uddin Sarkar, R Sarkar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I Ratan Agarwal, S/O Jhabar Mal Agarwal, residing at Shree Radhe Apartment, BL-A, 5th Floor, Flat-A2, 1008/28, Jessore Road, P.O. Bangur Avenue, Dist. North 24 Parganas, Pin code. 700055 have changed my name and Shall henceforth be known as Ratan Kumar Agarwal as declared before the 1st class Magistrate 11th Court, Kolkata, vide affidavit no. 37AA 367938, Dated 26th Feb 2025, Ratan Agarwal and Ratan Kumar Agarwal both are same and identical Person.

নাম-পদবী

গত ০২/০৫/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Avijit Nag S/o. Sukumar Chandra Nag ও Avijit Nag S/o. Lt. S. K. Nag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Ashok Kothari S/O Late Manmall Kothari residing at 62/7 Ballygunge Circular Road, Flat No. 3B, Ballygunge, Kolkata-700019, West Bengal have changed my name and shall henceforth be known as Ashok Kumar Kothari as declared before the Judicial Magistrate, Calcutta court vide affidavit no. 4918 dated 25.03.2025. Ashok Kothari and Ashok Kumar Kothari both are same and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী পানমতী মালী স্বামী শ্রী গোবিন্দ মালী সাকিম ব্যাণ্ডেল মানুষপুর বস্তী, ব্যাণ্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়া বিগত ইং ১৫/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1656/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল শ্রী মনজিৎ মাঝি পিতা ৺সুফল মাঝি, সাকিম কানাগড়, ননডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৪/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4356/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী রিপন বর্মন পিতা শ্রী হরিগোপাল বর্মন সাকিম ৮নং কৃষ্ণপুর, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে ৪ কাঠা ৫ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা আকনা, ১৪ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮৫৫ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৯৮৮ তথা হাল এল.আর ৩৪৮ নং দাগে বাস্তু সম্পত্তি, যেমা আনায় ০.৯১ একরের বাস্তু মধ্যে ৪ কাঠা ৫ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা শ্রী রিপন বর্মন পিতা শ্রী হরিগোপাল বর্মন, উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও., মগরা, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু), জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী দীপঙ্কর মন্ডল, পিতা- বলরাম মন্ডল, সাং শ্যামনগর পাড়া, সেনপুর, পোঃ কালীতরাই, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইং ২১.০২.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-2002/2025নং একখানি বিক্রয় কোবালামূলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ৮০নং দিগনগর মৌজায় খতিয়ান নং LR ৯০, দাগনং RS ও LR ১৩৭১, শ্রেণী আউশ বর্তমানে ভিটিযোগ্য, পরিমাণ ৩.৩০ শতক সম্পত্তি শ্রী গৌতম বিশ্বাস, পিতা ৺দিলীপ বিশ্বাস, সাং তিওরপাড়া, পোঃ দিগনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রয় করেন। গৌতম বিশ্বাস উক্ত সম্পত্তি গত ইং ৩০.০১.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-997/2024নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিলবলে অসিত নাথ, পিতা- ৺কৃষ্ণপদ নাথ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। একনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অতনু ঘোষ (এ্যাডভোকেট), কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ ১) শ্রী সন্তজিৎ মহাজন, পিতা মনমোহন মহাজন, সাং ১৩৫, দেবাইপুকুর রোড, পোঃ হিন্দমোটর, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী ও শ্রী মিঠুন মজুমদার, পিতা- ৺অনিল মজুমদার, সাং ১৩৫, দেবাইপুকুর রোড, পোঃ হিন্দমোটর, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী গত ইং ০৪.০১.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-159/24নং একখানি বিক্রয় কোবালামূলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ১১৯নং তেলকুপ মৌজায় LR খতিয়ান নং- ৫৮৮৭, ৫৮৮৮, ৫৮৮৯, ৫৮৯০, ৫৮৯১, ৫৮৯২, দাগ নং RS ৩০০৪ ও ১২৬, LR দাগ নং ১২৯ ও ১৩০, শ্রেণী বাড়ী সংলগ্ন ফাঁকা জমি, মোট পরিমাণ ২৪.৫৫ শতক সম্পত্তি শ্রী অজয় ঘোষ, পিতা বাদল ঘোষ, সাং স্বস্তি অরবিন্দ রোড, বৌবাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রয় করেন। অজয় ঘোষ উক্ত সম্পত্তি গত ইং ১৬.০৮.২০২২ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের IV-128/22নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে প্রাপ্ত হয়েন। একনে আমার মক্কেলগণ উক্ত সম্পত্তি তাহাদের নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অতনু ঘোষ (এ্যাডভোকেট), কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী অভিত সাহা, পিতা-৺অমিয় কুমার সাহা, সাং তালপুকুরতলা, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইং ০৮.০৮.২০২২ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-10959/22নং একখানি আমমোক্তারনামা বলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজায় LR খতিয়ান নং ১৩১৪৯, দাগ নং RS ৩৭৬১/২০৩০, LR ৫৫০০নং, শ্রেণী বাড়ী বর্তমানে ফাঁকা ভিটি, পরিমাণ ১.৭২ শতক সম্পত্তি শ্রীমতী মনিকা পোদ্দার, পিতা ৺অমিয় কুমার সাহা, স্বামী ৺গৌতম পোদ্দার, সাং- ১৬৩, চাউলপট্টি, পোঃ ও থানা বেলেঘাটা, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা মহাশয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং ক্রেতাগণ তাহাদের নিজ নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইবেন। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অতনু ঘোষ (এ্যাডভোকেট), কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

দলিল হারানোর নোটিশ

আমি, শ্রী সৌরদীপ সরকার, পিতা স্বপন সরকার, সাকিন উত্তর সিমলা, পোঃ চুঁচুড়া, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন ৭১২১০২ ঘোষণা করছি যে, দলিল নং - I-১৩১৫/১৯৬০ তারিখ ১৪.০২.১৯৬০ এবং দলিল নং I-১৪৮০/১৯৬৫ তারিখ ১৯.০৩.১৯৬৫, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-হুগলি, চুঁচুড়া সম্পত্তি, আরএস প্লট নং ৩৪৫, আরএস খতিয়ান নং ১৯, মৌজা : সিমলা, জেএল নং ১৬, থানা : চুঁচুড়া, এনআর -হুগলি, জেলা : হুগলি আমার ফেয়ারজত থেকে বেলা ৩ টা থেকে ৩.৩০ টার মধ্যে বাড়ি থেকে চুঁচুড়া কোর্টে আসার সময়ে হারিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি চুঁচুড়া থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য **এফআইআর/ জিডিই নং ১৬৩, তারিখ ০৩.০৫.২০২৫** দায়ের করি। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিলগুলি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে নং ৯৪৭৫৯৪০১৯৪/ ৮৯১৮৯৬৭১৫০ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

PUBLIC NOTICE

One Original Deed of Conveyance dated 04-05-1990, executed by **Anjali Rani Bhadra** in favour of **Ashim Kumar Das** in respect of land measuring about **3.30 Decimal** be the same a little more or less, lying and situate at **Mouza-Bongaon**, J.L. No.- 116, comprised in R.S. Dag No.- 127 at Police Station- Bongaon in the District- North 24 Parganas. The said deed was duly registered in the office of S.R. Bongaon and recorded in Book No.-I, Volume No.- 54, Page from 69 to 72, **Deed being No.- 4151 for the year 1990**. The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 314** was lodged on **06-05-2025** with **Bongaon**, Police Station in respect of said deed by my client **KANON MUNDA**. The said deed is not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

Ritu Hela (Advocate)
Barrackpore Court, Mob: 9748856804

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)মফিজ মল্লিক** পিতা মৃত ওহাব মল্লিক, সাকিম নারায়নপাড়া, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, **২)খুরশিদ** স্বামী মুফিস পিতা মফিজ মল্লিক, সাকিম ২৮/১২পি/১৩, জ্যোতি নগর, এস.আর মুঘল রেসিডেন্সের সামনে, তাজগঞ্জ, আগ্রা, উত্তর প্রদেশ-২৮২০০১, হাল হরিহরপুর, বাগনান চৈতন্যবাটী, ধনিয়াখালি, হুগলী-৭১২৩০৫, **৩)আসিয়া মন্ডল** স্বামী সেখ মোস্তাফা মন্ডল, পিতা মফিজ মল্লিক, সাকিম উলিয়াড়া, ভাস্তারা, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩, **৪)আস্রাফিল মল্লিক** স্বামী নিজাম মল্লিক, পিতা মফিজ মল্লিক, সাকিম হাউস নং ৭/৩, মনসবিয়া মাদ্রাসার সামনে, রোনকপুরা, রেলওয়ে রোড মীরাট, মীরাট, উত্তর প্রদেশ-২৫০০০২, হাল ভাটুয়া, রাজহাট, পোলবা, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ৩০/০৬/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-6091/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রদীপ কুমার সিকদার** পিতা শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র সিকদার, সাকিম রবীন্দ্রনগর পশ্চিমপাড়া, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন/করিতেছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা নারায়নপাড়া, ৮০ নং জে. এল. ভুক্ত, সাবেক ২০৩ তথা হাল এল.আর. ৭৮৮ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক তথা হাল ৮০৩ নং দাগে ষোল আনায় ৫০ শতক তন্মধ্যে বিক্রীত ১৬ শতক বাদে ৩৪ শতক কলাবাগান জমি ও ২)সাবেক তথা হাল ৮০৫ নং দাগে ষোল আনায় ২২ শতক কলাবাগান জমি, একুনে দুইটি কমবেশী ৫৬ শতক কলাবাগান জমি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ উক্ত সম্পত্তি খরিদান্তে তাহাদের নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- **শ্রী প্রদীপ কুমার সিকদার**
আমমোক্তার

।। দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমি **শ্রী যোগেশ দাস @যোগেশ চন্দ্র দাস,** পিতা ৺নন্দ কুমার দাস, সাকিম- গ্রাম ১ নং বিশপারা, পো:- নয়াসরাই, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫১৩ এর অধিবাসী হইতেছি। গত ২২.০৪.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, চুঁচুড়া শাখা হইতে আমার বাড়ি ফিরিবার পথে, আমার একটি ব্যাগ হারাইয়া গিয়াছে। উক্ত ব্যাগে আমার অন্যান্য কিছু কাগজপত্রের সহিত **১) একটি আসল সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল** যাহা **যমুনা মুখার্জির** নামে ডি.এস.আর, হুগলী অফিসে ১৯৯৪ সালে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছিল এবং যাহার **দলিল নম্বর ০৩১২৮** এবং **২)** একটি আসল সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল যাহা **যমুনা মুখার্জির** নামে ডি.এস.আর, হুগলী অফিসে ১৯৯৫ সালে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছিল এবং যাহার **দলিল নম্বর ০২০৯৯** । উক্ত আসল দলিল দুইটি আমার নামে রেজিস্ট্রিকৃত ০৩৭৮৯ **নম্বরের** সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল যাহা ২০০৪ সালে এ.ডি.এস.আর, সদর হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত - এর পিঠ দলিল / Mother Deed হইতেছে। উক্ত আসল দলিল দুইটি কোনো সরকারী বা বেসরকারী সংস্থায় বন্ধক রাখিয়া লোন নেওয়া হয় নাই বা ক্রোকবদ্ধ নাই। উক্ত দলিল দুইটি হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে **মগরা থানায়** একটি **সাধারণ ডাইরি** দায়ের করা হইয়াছে, যাহার **নম্বর ২০১৫ তারিখ ২৪.০৪.২০২৫**। কোনো সহৃদয় ব্যাক্তি উক্ত দলিল দুইটি পাইয়া থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করা হইতেছে। নির্দিষ্ট সময় পরে কাহারো কোনো দাবি দাওয়া গ্রাহ্য করা হইবে না। বিনীত-

শ্রী যোগেশ দাস @ যোগেশ চন্দ্র দাস
পিতা- ৺নন্দ কুমার দাস, সাকিম-গ্রাম- ১নং বিশপারা, পো:- নয়াসরাই, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫১৩,
মোঃ-৯৭৪৮২৯৪৪৪১

NOTICE

In the Court of Ld. District Delegate at Hooghly
Act XXXIX Case No. 61/2024
Abhishek Ghosh........ Petitioner
An application has been filed by **Abhishek Ghosh**, S/o- Late Uttam Kr. Ghosh, residence of Garib Alam Bag, Sahaganj, P.S.-Chinsurah, Dist.- Hooghly-712104 for **Letter of Administration of WILL dated 15/1/2024** left by **Late Mira Saha**, W/o Late Narayan Saha residence of Garib Alam Bag, Sahaganj, P.S.-Chinsurah, Dist.- Hooghly before Ld. District Delegate, Hooghly.
If any person having any objection may appear in this case before the Ld. Court within 30 days from the date of publication to file objection if any.

SCHEDULE
District and District Sub-registry office Hooghly and District Sub-Registry and Additional District Sub-Registry Office Hooghly, P.S.-Chinsurah, J.L. No- 7, situated at Keota Mouza and Hooghly-Chinsurah Municipality, ward No. 1, Garib Alambag Mohalla, 6/6 Holding, 977 No. khatian, 1165 no. Plot, class- Bastu comprised with pucca house, Area- 1 katha 3 Chhatak.
Sd/- Ranjana Kushwaha
Advocate for the petitioner
Samir Aich (Sheristadar)
District Delegate Hooghly, Chinsurah

NOTICE

BEFORE THE LD. ADDITIONAL DISTRICT JUDGE, 1ST COURT, HOOGHLY AT CHINSURAH
Ref: Matrimonial Suit No. 207 of 2024
Ayan Mukherjee
.......Petitioner/ Husband
-Vs-
Smt. Ishani Bhattacharjee
..........Respondent/ Wife
It is hereby notified to **Smt. Ishani Bhattacharjee**, wife of Ayan Mukherjee, daughter of Manabendra Bhattacharjee, residing at Fulpukur Road, Near Fulpukur Durga Temple, P.O. & P.S. - Chinsurah, Dist. - Hooghly, Pin - 712101 that Petitioner **Ayan Mukherjee**, son of Late Manabendranath Mukherjee, residing at Hem Chandra Dey Road, Uttar Chandannagar, P.O. - Buroshibtala, P.S.-Chinsurah, Dist.- Hooghly, Pin 712105 has filed this Divorce suit against you. Therefore, you are hereby requested to appear in this suit either in person or through your appointed pleader within 30 (thirty) days from the date of issuance of this notice and file written objection else this suit will be considered for divorce through an ex-parte hearing against you.
On behalf of Petitioner
Dhup Chand Jaiswal (Advocate)
By order of the Court
Jyotirmay Sarkar (Serestadar)
Ld. Additional District Judge, 1st Court, Hooghly at Chinsurah.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস
নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা),
ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর,
মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৭ই মে, ২৩শে বৈশাখ । বুধবার। শুক্ল পক্ষের দশমী তিথি, জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র দশা, বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা, মৃতে পাদ দোষ নাই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(শুভ কর্ম নববস্ত্র পরিধান। শান্তি স্বস্ত্যায়ন।
কুমারী নাসিকা বেধ। বিক্রয় বাণিজ্যে।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিদ্যাসাগর সেতু সংস্কারের জন্য বন্ধ থাকবে ১৫ মাস, নবান্নে বৈঠকে সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিদ্যাসাগর সেতুর সংস্কার কাজ শুরু হতে চলেছে, যার জন্য সেতুর ২০টি স্টে কেবল দ্রুত পরিবর্তন করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই স্টে কেবলগুলি সেতুকে উপরে ধরে রাখে এবং সেতুর দুর্বল অংশগুলির ঝুঁকি কমাতে তাদের পরিবর্তন জরুরি। এই সংস্কার কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, তাই নবান্ন শীঘ্রই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

গত এক বছর ধরে বিদ্যাসাগর সেতুর বিভিন্ন অংশের সংস্কার চলছে। এখন, ১৫ মাসব্যাপী এই সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার মধ্যে সেতুর বিয়ারিং পরিবর্তনও অন্তর্ভুক্ত। এই কাজ চলাকালীন যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে, বিশেষ করে যখন স্টে কেবলগুলোর পরিবর্তন হবে এবং সেতুর বিয়ারিং পরিবর্তন করা হবে। প্রতিদিন হাজার হাজার গাড়ি বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে চলাচল করে। এই সেতুর বন্ধ থাকার ফলে কলকাতা এবং হাওড়ার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব পড়বে। তাই নবান্ন শীঘ্রই বিকল্প রাস্তা ও যান চলাচলের পরবর্তী ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠকে বসবে। এদিকে, বিদ্যাসাগর সেতুতে চলাচল বন্ধ হলে, নিত্যযাত্রীদের জন্য যাতায়াতের বিকল্প ব্যবস্থা খোঁজা হবে, যাতে তাদের ভোগান্তি কমানো যায়। তবে, এ সময়ে সেতু বন্ধ থাকার ফলে শহরের যানজট এবং পরিবহন ব্যবস্থা তীব্রভাবে প্রভাবিত হতে পারে, বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

‘এক দেশ, এক আইন’ বিষয়ে কেন্দ্রীয় রূপরেখা তুলে ধরলেন মঙ্গল পাণ্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ হাওড়া ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন হলে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোস্যাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ ও ‘এক দেশ, এক আইন’ বিষয়ক এক বিশেষ আলোচনা সভা। এই আলোচনাসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিহার রাজ্যের মন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডে। সভায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ‘এক দেশ, এক আইন’ উদ্যোগ নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি জানান, এই প্রকল্প রূপায়ণে সরকার একেবারে সংবিধানসম্মত পথেই অগ্রসর হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘সংবিধানের ২৪৯, ২৫০, ২৫২ ও ৩৬৮ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে এই আইন আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম ধাপে আইন কমিশনের সুপারিশ, রাজ্য সরকারের মতামত ও বিশেষজ্ঞ কমিটির খসড়া আইনের খতিয়ান তৈরি হচ্ছে। বিশেষত, সংবিধানের ২৫২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, যদি দুটি বা তার বেশি রাজ্য বিধানসভা কেন্দ্রকে অনুরোধ জানায়, তাহলে সংসদ সেই বিষয়ে সর্বভারতীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে। প্রয়োজনে ৩৬৮ অনুচ্ছেদ মেনে সংবিধান সংশোধনের পথও খোলা রয়েছে।’ মঙ্গল পাণ্ডে জানান, ‘খসড়া আইন জনসমক্ষে প্রকাশ করে জনমত নেওয়া হবে। তারপর সংসদের উভয় কক্ষে তা পাশ করিয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে আইনি রূপ দেওয়া হবে।’ সভায় বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে উৎসাহী আলোচনা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী প্রতারণায় লিপ্ত, পুলিশকে বানিয়েছেন ‘চিটিংবাজ’, তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘার জগন্নাথ মন্দির ঘিরে বিতর্ক এখনও জিইয়ে। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়, মন্দির সংলগ্ন ‘জগন্নাথ ধাম’ লেখা কাঠামো সরানো নিয়ে যে গুজব ছড়িয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এক্স হ্যান্ডেলে মন্দিরের একাধিক ছবি প্রকাশ করে জানানো হয়, মন্দিরের কোনও অংশ ‘উধাও’ হয়নি। দিঘা থানায় মিথ্যা প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের হয়েছে।

কিন্তু পুলিশের দাবি উড়িয়ে ফের মুখ খুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সল্টলেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘পুলিশ দিয়ে নতুন করে ধাম লেখা ঝোলানো হচ্ছে! আমি পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। চক্রান্ত ধরে ফেলেছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে প্রতারণার নকশা তৈরি করছেন। গোটা পুলিশকে চিটিংবাজ বানিয়ে ফেলেছেন।’ এর আগেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ধাঁচে দিঘার মন্দিরকে ‘ধাম’ বলে তুলে ধরার চেষ্টা রাজ্য সরকার করছে বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু। সোমবার তিনি নিজেই একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে দেখা যায় ‘জগন্নাথ ধাম’ লেখা কাঠামোটি সরে গিয়েছে। এরপরেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর। পুলিশ বলছে, ভুয়ো খবর রটেছে। শুভেন্দু বলছেন, ‘সত্য গোপন করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, তএই সরকার ভাওতা দিয়ে চলে। ধাম সরিয়ে, পরে ফের টাঙিয়ে নাটক করছে। আইনরক্ষকই এখন ভাঁওতাবাজ।’ মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে এখনও মুখ খোলেননি, তবে বিজেপি সূত্রে ইঙ্গিত, এটাই প্রমাণ, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসন চাপে।

‘জগন্নাথ ধাম নয়, জগন্নাথ চুরি’ মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিম কাঠ, নামফলক ও ধর্মীয় আবরণে সংস্কৃতির দখল নিয়ে দিঘা জগন্নাথ মন্দির ঘিরে বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না মমতা সরকারের। এবার জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার নিয়ে বিতর্ক আরও উস্কে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর অভিযোগ, ‘ওড়িশা থেকে নিম কাঠ, মূর্তি, এমনকি ‘জগন্নাথ’ নাম চুরি করে বাংলায় ধাম বানানো হয়েছে। ধর্মীয় আবরণে চলছে সংস্কৃতির দখল।’ সম্প্রতি ওড়িশা থেকে নব কলেবরের নিম কাঠ বেআইনিভাবে বাংলায় আনা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমার বাড়িতেই চারটে নিমগাছ আছে।’ এই মন্তব্য ঘিরেই রাজনৈতিক তরজায় আগুন ছড়ান অগ্নিমিত্রা। তাঁর কটাক্ষ, ‘এই মন্তব্যই প্রমাণ করে, বিষয়টিকে কতটা হালকাভাবে নিচ্ছেন তিনি।’ অগ্নিমিত্রার দাবি, ‘ওড়িশার মানুষ বলছেন,জগন্নাথ সেন্টারে বসানো মূর্তির কাঠ ওখান থেকেই চুরি হয়েছে।’ শুধু কাঠ নয়, নামফলক চুরি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। অগ্নিমিত্রার আরও সংযোজন,‘সংস্কৃতির নামে চলছে চুরি। আর প্রশাসন বলছে সব কিছু পুলিশ করছে! মিথ্যে বলবেন না।’ রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিয়েও ক্ষুব্ধ অগ্নিমিত্রা। বলেন, ‘ওরা ভাবে হিন্দুরা চুপ করে থাকবে। ভোট এলেই নাটক করে আসবে। এটা চলতে দেওয়া যায় না।’

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মিলবে দ্রুত

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি মাসেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেবে রাজ্য সরকার। প্রথম পর্যায়ে আট লক্ষ উপভোক্তা, যাদের বাড়ির লিনটেল পর্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে প্রথমে তাঁদের টাকা ছাড়া হবে বলে অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। বাকি চার লক্ষ উপভোক্তার বাড়ির বকেয়া কাজ যাতে দ্রুত শেষ হয়, পঞ্চায়েত দপ্তরকে সে ব্যাপারে নিয়মিত নজরদারি করতে বলা হয়েছে। চলতি মাসেই তাদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক পর্যায়ে আট লক্ষ উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিতে প্রায় ৪৮০০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এছাড়া, মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩০০ পরিবারকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের অধীনে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। তাদের প্রথম কিস্তির টাকা দিতে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কেন্দ্রের মোদি সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস প্রকল্পের টাকা না দেওয়ায় রাজ্যের নিজস্ব খরচে বাংলার প্রান্তিক মানুষের জন্য বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

বাংলার পরীযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যসচিব, একাধিক রাজ্যকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসনকে চিঠি পাঠাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। শুধু তাই নয়, পরিযায়ী উন্নয়ন কমিটিও বিষয়টি দেখছে। মুর্শিদাবাদের ছাবঘাটির সভায় মঙ্গলবার একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে সোমবারই মুর্শিদাবাদ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনকে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি লিখেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের দ্রুত হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ছাবঘাটির সভায় বলেন, ‘ আমি সব রাজ্যকে বলি রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ কমাও। রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ হলে সব রাজ্যের ক্ষতি। দেশের ভাল হবে না। রাজধর্ম পালন করতে হবে। বাংলার বাইরে ওড়িশা, বিহার, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশে বাংলায় কথা বললেই মারা হচ্ছে। এটা কেমন আচরণ? এ রাজ্যে দেড় কোটি পরিযায়ী শ্রমিকরা বসবাস করেন। তাঁরা আমাদের ভাই, বোন। তাঁরা যদি বাংলায় নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারেন, তা হলে বাংলার শ্রমিকদের গায়ে হাত দেওয়া হবে কেন?’ নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবকে লেখা চিঠিতে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, মূলত ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে বাংলার শ্রমিকরা কাজ করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। সেখানকার পুলিশ প্রশাসন বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাঁদের আটকে রাখছে। পরিচয়পত্র দেখালেও তাঁদের আটকে রাখছে। কাজ করতে বাধা দিচ্ছে। মুখ্যসচিবের মতে, দেশের যে কোনও প্রান্তে প্রত্যেকের কাজ করার মৌলিক অধিকার রয়েছে। এ রাজ্যেও ভিনরাজ্য থেকে বহু শ্রমিক এসে কাজ করেন। তাঁদের কোনও সমস্যা হয় না। তাই রাজ্য সরকার চায়, এ রাজ্যের শ্রমিকরাও যাতে অন্য রাজ্যে নিরাপদে, নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের দ্রুত হস্তক্ষেপ চেয়েছেন মুখ্যসচিব।

কালীগঞ্জে ভোটার তালিকায় সাড়ে তিন হাজার মৃতের নাম: নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে ভোটার তালিকায় বিস্ময়কর তথ্য। সাড়ে তিন হাজার মৃত ব্যক্তি এখনও রয়েছেন তালিকায়! মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় ৩ হাজার ৪২৬ জন মৃত ভোটারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তৃণমূল বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া এই আসনে উপনির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যদিও দিনক্ষণ এখনও স্থির হয়নি, কিন্তু কমিশনের তরফে ভোটার তালিকার চূড়ান্ত সংশোধন ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। সংশোধিত তালিকা অনুসারে, মোট ৫ হাজার ৮৪০ জনের নাম বাদ পড়েছে, যার মধ্যে মৃত ছাড়াও স্থানান্তরিত ভোটার ও ডুপ্লিকেট এন্ট্রিও রয়েছে। যুক্ত হয়েছে ৩ হাজার ৬৩২ জন নতুন ভোটার।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ৭ মে ২০২৫, ২৩ বৈশাখ, বুধবার

পহেলগাঁওয়ে নিহত সমীর এবং বিতানের বাড়িতে রাজ্যের দুই মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় নিহত বেহালার বাসিন্দা সমীর গুহ ও বৈষ্ণবঘাটা লেনে বিতান অধিকারীর বাড়িতে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও অরূপ বিশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতো তাঁদের পরিবারের হাতে মঙ্গলবার আর্থিক সাহায্য তুলে দেন দুই মন্ত্রী। তাঁদের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিরারের সদস্যরা। সেখান থেকে বেরিয়ে ফিরহাদ বলেন, 'শোকাহত পরিবারের পাশে আছি। আমি আশা করছি কেন্দ্রীয় সরকার এই হামলার যোগ্য জবাব দেবে।'

প্রসঙ্গত, গত ২৬ এপ্রিল শনিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, জঙ্গি হামলায় নিহত বাংলার তিনজন বিতান, সমীর, মণীশরঞ্জনের পরিবারকে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হবে। শুধু আর্থিক সাহায্য করেই পাশে থাকা নয়, পহেলগাঁওয়ে নিহত বিতান অধিকারীর মা-বাবার আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হওয়ায়, বিতানের বাবার নামে একটি পেনশন ফান্ড করে দেবে সরকার। তাতে মাসে ১০ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। এই ঘোষণা মতোই মঙ্গলবার বিতান ও সমীরের বাড়িতে যান দুই মন্ত্রী। তাঁরা বেহালার সমীর গুহের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে রাজ্যের আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। দেখা করেন বিতানের বাবা-মার সঙ্গেও। সেখানে আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া হয়। তাঁদের পেনশনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে বিতানের মা ও বাবা। এছাড়া বিতানের মায়ের নামে 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ড করে দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের তরফে। উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে বৈসরনে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান ২৬ জন। প্রাণ যায় বাংলার তিনজনের। তাঁদের মধ্যে বিতান ও সমীর কলকাতার। আইবি অফিসার মণীশরঞ্জন পুরুলিয়ার বাসিন্দা। তাঁর পরিবারকেও আর্থিক সাহায্য করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

২৫০ নয়, মাত্র ৪০ জনের হাতে চেক, বাকিরা প্রত্যাখিত: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক দাঙ্গার পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামশেরগঞ্জ সফর ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ। মুখ্যমন্ত্রী বিডিও অফিসে ডেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে এই সফরকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, 'মুর্শিদাবাদকে হিন্দুশূন্য করার গভীর চক্রান্ত চলছে, আর মুখ্যমন্ত্রী সেই ষড়যন্ত্রের নীরব সমর্থক।'

মঙ্গলবার সল্টলেকে বিজেপি রাজ্য কার্যালয়ে দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেন শুভেন্দু। সেখানে তিনি বলেন, 'মাথাবাড়ি, ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ, বেতবোনা, ডাবরাবাদ, লাল্লাপুর, এই সব হিন্দুপ্রধান এলাকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজও যাননি। হিন্দু পরিবারগুলি বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁদের ঘরে ঘরে কালো পতাকা তুলেছে। মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণভাবে বয়কটের মুখে।' শুভেন্দুর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা করা ২৫০টি চেক আসলে 'প্রহসন'। তাঁর কথায়, 'ওই চেকগুলো দেওয়া হয়েছে মূলত তৃণমূলের সমর্থকদের, নির্দিষ্টভাবে বেতবোনা থেকে তৃণমূলের ৪০ জনের হাতে চেক গিয়েছে। অথচ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো এখনও বঞ্চিত।' তিনি আরও বলেন, 'এইসব এলাকায় মাদক-যোগ এবং পরিকল্পিত হিংসা ছিল। পুলিশ চেষ্টা করলেও এখনও সব দুষ্কৃতীকে ধরা যায়নি।' বিরোধী নেতা জানান, হিন্দু পরিবারগুলি এখন মানবাধিকার কমিশন ও কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন। ধর্না ও আইনি লড়াই চলছে চন্দন দাস ও হরগোবিন্দ দাসদের মতো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের নেতৃত্বে। সামগ্রিকভাবে শুভেন্দুর অভিযোগ, এই দাঙ্গা ও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুসলিম তোষণের রাজনীতির অংশ। মুর্শিদাবাদকে হিন্দুশূন্য করার ছক, সামশেরগঞ্জে মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে 'নাটক' বললেন বিরোধী নেতা।

এনআরআই কোটায় এমবিবিএস-এ ভর্তি

শহরে ৫ জায়গায় অভিযান চালালো ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার সামনে এল নয়া এক দুর্নীতির অভিযোগ। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি তল্লাশি চালায় শহরে। মঙ্গলবার সকাল থেকে শহরের একাধিক জায়গায় চলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকদের অভিযান চলে। এই অভিযানে ইডির আধিকারিকদের সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। ইডি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার মোট ৫ জায়গায় অভিযান চালানো হয়। অভিযোগ, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে এনআরআই কোটার এমবিবিএস আসন মোটা টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। এই ঘটনায় ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। সেই মামলাতেই এই ইডি অভিযান।

এদিন সকালে দক্ষিণ কলকাতার কড়েয়া থানার কাছে ৬ নম্বর তারক দত্ত রোডে এক আইনজীবীর বাড়িতে পৌঁছান ইডির আধিকারিকেরা। মুনমুন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক আইনজীবী ও তাঁর স্বামী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন সেখানে। কড়েয়ার পাশাপাশি নিউ টাউনে সিই ২৮ আবাসনের চার তলাতেও চলে ইডি তল্লাশি। এডুকেশন ওয়ার্ল্ড নামে একটি কোচিং সেন্টার চালানো হত সেখানে। ইডি সূত্রে খবর, এনআরআই কোটায় ভর্তির মিডলম্যান বলে যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই সৌরভ সাহা থাকেন ওই ঠিকানায়। এই মামলায় লক্ষণ শেঠের মেডিক্যাল কলেজ সহ একাধিক কলেজে আগেই তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, ভুয়ো এনআরআই সার্টিফিকেট তৈরির চক্র সক্রিয় রয়েছে দেশজুড়ে। ওড়িশা, তামিলনাড়ুতেও ছড়িয়েছে জালিয়াতির জাল। সেই অভিযোগেই ইডি নজরে এবার এক ডজন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ। সেই সূত্র ধরেই চলে এই তল্লাশি।

নিউমার্কেট চত্বরে হকার উচ্ছেদ অভিযান কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউ মার্কেট এলাকায় হকারদের নিয়ে বারবার উঠেছে অভিযোগ। কারণ, এই হকারদের পিচের রাস্তার ওপর পর্যন্ত দখল নেওয়ার ছবিটাই নিত্যদিনের। এরফলে এই অংশে গাড়ি বা যান চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। পথচারীদের হেনস্থারও শেষ থাকে না। আর সেই কারণেই এমন হকারদের সরিয়ে দিতে মঙ্গলবার আচমকাই বড়সড় অভিযান করে কলকাতা পুরসভা। এই অভিযানে কলকাতা পুরসভার সঙ্গে অংশ নেয় টাউন ভেন্ডিং কমিটি ও কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুরসভার সচিব স্বপন কুমার কুন্ডু এবং নিউ মার্কেট থানার ওসি অতীন্দ্র মন্ডল-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী বেআইনি হকার উচ্ছেদ অভিযানে নামে। এরপরই বুলডোজার, পুরসভার ট্রাক নিয়ে নিউ মার্কেট অঞ্চলে অবৈধ হকার উচ্ছেদে যৌথ অভিযান চালানো হয়। মাইকিং করে যে সমস্ত হকার রাস্তা দখল করে বসে আছেন তাদেরকে অবিলম্বে সেই সমস্ত রাস্তার উপর থেকে সরে যেতে বলা হয়। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, মঙ্গলবার নিউ মার্কেটের হুমায়ূন প্যালেস, বারট্রাম স্ট্রিট, চৌরঙ্গি রোড, চ্যাপলিন স্কোয়ার, হগ স্ট্রিট, লিন্ডসে স্ট্রিট-সহ নিউ মার্কেট অঞ্চলে অভিযান চলে। টাউন ভেন্ডিং কমিটির অন্যতম সদস্য শক্তিমান ঘোষ অভিযোগ করেন, নিউ মার্কেট অঞ্চলে একটি অংশের হকাররা রয়েছে। যারা ব্ল্যাক টপে বারবার বলার পরে ও বসে যাচ্ছে। ফলে এবার থেকে নিউ মার্কেট অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চলবে।

জাফরাবাদের মামলা গেল ডিভিশন বেঞ্চে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের জাফরাবাদে খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মৃতদের পরিবার। সেই অভিযোগে কোনও হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বক্তব্য, যেহেতু এর আগে ধুলিয়ান সংক্রান্ত সব মামলা ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠানো হয়েছে, তাই এই মামলাও প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সংশোধিত ওয়াকফ আইন ইস্যুতে সম্প্রতি হিংসার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল মুর্শিদাবাদ। ঘটনায় হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের মৃত্যু হয়। বিজেপির দাবি, নিরাপত্তার স্বার্থে ধুলিয়ানের মৃতদের পরিবারকে বিধাননগর সেফ হাউসে রেখেছিল তারা। অভিযোগ, রবিবার রাতের অন্ধকারে বিধাননগর পূর্ব থানার ৪০ জন পুলিশ কর্মী দরজা ভেঙে ঢুকে দুই পরিবারের লোকেদের তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পুলিশের দাবি, তাঁদের অপহরণ করে আনা হয়েছে। যদিও ধুলিয়ানের ওই পরিবারের দাবি, অপরহণের কোনও ঘটনাই ঘটেনি। তারা নিজেরা স্বেচ্ছায় সেখানে এসে রয়েছে। ঘটনায় সোমবার হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় তারা। পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন। পাশাপাশি সিবিআই তদন্তের দাবি জানান। এরপর এই মামলা শুনলই না সিঙ্গল বেঞ্চ। বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চেই এই মামলার শুনানি হবে বলে খবর। এদিকে এই মামলার মামলাকারীদের উদ্দেশে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষকে এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করতে শোনা যায় এদিন। বলেন, 'এই মামলায় এখন আর কিছু নেই। অপহরণ কোথায় হল? প্রধান বিচারপতির কাছে যান। উনি এই মামলা নতুন করে পাঠাবেন।' বিচারপতির আরও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'এখন আইনজীবীরা তাঁদের রাজনৈতিক মক্কেলদের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে ফেলছেন। এটা দুর্ভাগ্যের। রাজনৈতিক নেতাদের মামলার কারণে তাঁরাও রাজনৈতিক সমর্থনে বলিয়ান হয়ে যাচ্ছেন এবং আদালতের সামনে সেই ক্ষমতা দেখাচ্ছেন।' এই সূত্রেই আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'আমি তো বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বা বলাই রায়কে আদালতের সামনে রাজনৈতিক আচরণ করতে দেখিনি।' প্রসঙ্গত, পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় জাফরাবাদের নিহত বাবা-ছেলের পরিবার। মামলাকারীদের পাশে দাঁড়ান আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী ও আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।

কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাজের খোঁজে বাংলার ৪০ লক্ষেরও বেশি মানুষের ভিন্‌রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন, আর তাতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সোমবার এক এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'কেবলই মিথ্যাচার আর বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে আমজনতাকে বোকা বানানোর মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন বাংলার ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!' সুকান্তর দাবি, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে কাজের তাগিদে এসেছেন ১৬ লক্ষ ৫৬ হাজার মানুষ। কিন্তু একই সময়ে কাজের খোঁজে বাংলা ছেড়ে অন্য রাজ্যে যেতে বাধ্য হয়েছেন ৪০ লক্ষেরও বেশি বঙ্গসন্তান। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে 'ছলনাময়ী' বলে কটাক্ষ করে সুকান্ত প্রশ্ন তুলেছেন, 'আপনি সত্যের অপলাপ কবে বন্ধ করবেন?' লোকসভা ভোটের মুখে রাজ্যে কর্মসংস্থান ও পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতে ফের তাপ বাড়াল বিজেপি নেতৃত্ব। তৃণমূল যদিও এই ধরনের অভিযোগ বারবারই অস্বীকার করেছে।

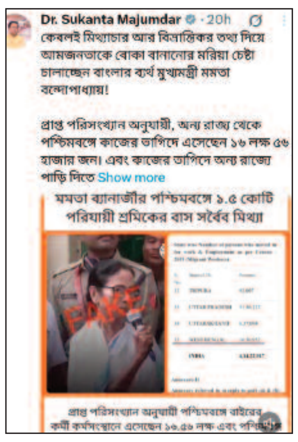

২৬' মাধ্যমিক শুরু ২ ফেব্রুয়ারি, ১০ দিনে শেষ হবে পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ধারিত সময়সূচি জানাল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। মঙ্গলবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী বছর ২ ফেব্রুয়ারি সোমবার শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার পর্যন্ত। প্রথম দিন বাংলা, ৩ ফেব্রুয়ারি ইংরেজি, এরপর ৬ ফেব্রুয়ারি ইতিহাস, ৭ ফেব্রুয়ারি ভূগোল, ৯ ফেব্রুয়ারি অঙ্ক, ১০ ফেব্রুয়ারি ভৌতবিজ্ঞান, ১১ ফেব্রুয়ারি জীবনবিজ্ঞান এবং ১২ ফেব্রুয়ারি ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা হবে। পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, ফিজিক্যাল এডুকেশন, ওয়ার্ক এডুকেশন ও সোশ্যাল সার্ভিস সংক্রান্ত পরীক্ষা পরে নির্ধারিত হবে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হয়েছে ২ মে। পরীক্ষার্থী ছিলেন ৯ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৮৩ জন। পাশের হার ৮৬.৫৬ শতাংশ। এর মধ্যে ছাত্রী ৫ লক্ষ ৯২৪ জন এবং ছাত্র ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৯৫৯ জন। শিক্ষা মহলে আশা, নির্ধারিত সূচি মেনেই ২০২৬ সালের মাধ্যমিক শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে।

দমদমে দুঃসাহসিক ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদমের প্রাইভেট রোডে বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে দুঃসাহসিক ডাকাতি। কয়েকদিন ধরে সেই ঘরে ছিলেন না কেউই। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবার ফ্যাক্টরির মালিক বিশ্বজিৎ পালের বাড়ি এটি। তাঁর মেয়ে কর্মসূত্রে মুম্বইতে থাকে। গত ২৭ এপ্রিল বিশ্বজিৎ পাল তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেকে নিয়ে মুম্বই যান। এরপর বাড়ি বন্ধ ছিল কয়েকদিন। এদিকে শ্বশুর ও শাশুড়ি গিয়ে থাকার কথাও ছিল ওই বাড়িতে। কথামতো শ্বশুর-শাশুড়ি যান আর তারপরই তাঁদের নজরে আসে বাড়ির দরজার তালা ভাঙা। ভিতরে আলমারি থেকে বিছানা সব তছনছ। বিছানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল গয়নার কৌটোগুলি। খেয়া গিয়েছে গয়না-টাকা সবই। মোট তিনটি আলমারি ভেঙে লুঠপাট চালানোর পর পিছনের দরজা খুলে পালিয়েও যায় দুষ্কৃতীরা। শুধু গয়না লুট করেই খান্ত হয়নি, ঘরে এসি চালিয়ে বসে ফ্রিজে থাকা মিষ্টি খেয়ে চম্পট দেয় ডাকাত দল। বাড়ির মালিকের অভিযোগ, আনুমানিক নগদ প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা, সোনার গয়না খোয়া গিয়েছে। ঘটনার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে নাগেরবাজার থানায়। তদন্তকারী দল স্থানীয় সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে।

পাঁচিল ভেঙে বিপত্তি, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার টালা এলাকায় শিরিশচন্দ্র চৌধুরী লেনে মাঝরাতে বিকট শধে ভাঙল ঘরের ছাদ। ঘরে তখন ঘুমোচ্ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। সূত্রে খবর, এই ঘটনায় দুটি ঘর ভেঙে আহত হয়েছেন মোট চার জন। সোমবার রাত দুটো নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। তবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। সূত্রে খবর, হঠাৎ করে ঘরের ছাদের বিকট শধ শুনে দুটি ঘরের পাঁচ জন বেরিয়ে যান। ওই বাড়ির লাগোয়া একটি কারখানার ১০ ফুটের পাঁচিল ভেঙে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে সেই পাঁচিল বাড়ির উপর পড়ে যায়। সেই ধাক্কাতেই ঘরের ছাদের অংশ ভেঙে যায়। সঙ্গে এ খবরও মিলেছে, বাড়ির সদস্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এই ঘটনায় স্থানীয়দের অভিযোগ, কারাখানা মালিককে বহুবার সতর্ক করা হয়েছিল পাঁচিল বেঁকে গিয়েছে, যে কোনও সময় ভেঙে যেতে পারে। সেই কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ। এদিকে বাড়ির সদস্যরা জানিয়েছেন, এখন ঘর দ্রুত মেরামত করা হোক ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হোক।

'দুর্নীতিগ্রস্থ' সোনারপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত আচার্য প্রফুল্লনগর বিদ্যায়তনে। এই অভিযোগ দায়ের হয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তরে। এরপরই ঘটনার তদন্তে স্কুলে উপস্থিত হন সার্কেল ইন্সপেক্টর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর যদিও অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষিকার দাবি, তাঁদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করা হচ্ছে। সূত্রে খবর, ভবানী সর্দার মণ্ডল নামে ওই প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে মিড ডে মিলের টাকা, স্কুলের উন্নয়নের টাকা তছরুপের অভিযোগ এনেছেন তাঁরই সতীর্থরা।

তবে শুধু স্কুলের শিক্ষকরাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন অভিভাবকেরাও। তাঁদের অভিযোগ, স্কুল ড্রেস, ফর্ম দেওয়া, ভর্তি, এমনকি কোনও ছাত্রছাত্রী ট্রান্সফার নিলে সে ক্ষেত্রেও টাকা নেওয়া হচ্ছে। স্কুলেরই এক শিক্ষক এই প্রসঙ্গে জানান, স্কুলের সহ-শিক্ষকদের সঙ্গে তিনি খারাপ ব্যবহার করেন। বিভিন্নভাবে অভিভাবকদের থেকে টাকা তোলা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদ করে প্রধান শিক্ষিকার রোষানলে পড়তে হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। তাঁর দাবি, দুর্নীতির জেরেই বন্ধ রয়েছে স্কুলের মিড ডে মিল পরিষেবা। ফলে বঞ্চিত হচ্ছেন স্কুলের পড়ুয়ারা। তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রধান শিক্ষিকা ভবানী সর্দার মণ্ডল। তিনি জানান, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে দায়িত্ব সামলেছেন। তারপর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র চলছে। অন্যদিকে এ ঘটনার তদন্তে স্কুলে আসেন সার্কেল ইন্সপেক্টরও। এরপর সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জিজ্ঞাসাবাদও করেন।

ভারতে এসে দু'বার ভোট দিয়েছে পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রের মাথা আজাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতে এসে দু'বার ভোট দিয়েছে পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রের মাথা পাক নাগরিক আজাদ মল্লিক। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন আজাদ। ইডি আধিকারিকদের টানা জেরায় এমনটাই জানিয়েছে আজাদ বলে দাবি করেছে ইডি। ইডি জেরায় জানা গিয়েছে, আজাদ মল্লিক ২০২১ সালে উত্তর দমদম বিধানসভা থেকে ভোট দিয়েছেন। অর্থাৎ পাকিস্তানের নাগরিকের ভারতে ভোটার কার্ডও ছিল। ইডির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, দু'দফায় আজাদকে জেরা করেছেন তদন্তকারীরা। জেরায় ইডি আরও জানতে পেরেছে, ২০২০ সালের পর ভারতে আজাদ একজন ভারতীয় মহিলাকে বিয়ে করেন। তারপর স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির পরিচয়পত্র ব্যবহার করে আজাদ মল্লিক নামে ভোটার কার্ড তৈরি করে। তিনি দাবি করেছেন, হিন্দু শাস্ত্রমতে মন্দিরে গিয়েই ওই মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। বাংলাদেশে আজাদের আরও এক স্ত্রী রয়েছেন। আজাদের আসল পরিচয় নিয়ে সন্ধিহান তদন্তকারীরা। তাঁরা মনে করছেন, আজাদ একজন পাক গুপ্তচর হতে পারেন। কারণ তদন্তে একাধিক প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন আজাদ। তদন্ত সহযোগিতা করছেন না বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা বলছেন, এই ধরনের প্রশিক্ষণ, অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে কায়দা করে এড়িয়ে যাওয়ার যে কায়দা, তা সাধারণত গুপ্তচর কিংবা এজেন্টদের দেওয়া হয়ে থাকে। আর সেই সূত্র ধরেই তদন্তকারী আধিকারিকেরা আশঙ্কা করছেন আজাদ আইএসআই এজেন্ট হতেই পারেন। এই আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না এনআইএ-র আধিকারিকেরাও। এদিকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদে ইডির আধিকারিকেরা এও জানতে পেরেছেন, আজাদ মল্লিক আদতে পাকিস্তানের নাগরিক। পাকিস্তানে তাঁর নাম আজাদ হোসেন।

সোদপুরে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: খড়দা থানার সোদপুর জয়গোপাল রায় চৌধুরী রোডের কালি পুকুর পাড় এলাকায় একটি অতি প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মঙ্গলবার ভোর রাতের দিকে দুষ্কৃতীরা হানা ওই কালী মন্দিরে। ছয়টি তালা ভেঙে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দুষ্কৃতীরা লুটপাট চালায়।

প্রাচীন এই মন্দিরে চুরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খড়দা থানার পুলিশ। চুরির ঘটনা নিয়ে মন্দিরের পুরোহিত রতন চক্রবর্তী জানান, তিনি ২০ বছর ধরে প্রাচীন এই কালী মন্দিরে পুজো করছেন। তবে মন্দিরে চুরির ঘটনা এই প্রথম। তিনি জানান, দুটো দরজার মোট ছয়টি তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা ভেতরে ঢুকে দেবীর সোনার গয়না ও পুজোর বাসনপত্র-সহ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী লুট করেছে। তবে জনবহুল জয়গোপাল রায় চৌধুরী রোডে মন্দিরে চুরির ঘটনায় হতবাক বাসিন্দারা।

সম্পাদকীয়

এই রাজ্যে সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ভোটে ভাগ বসানো খুব সহজ কাজ নয়

সিপিএমের পালে যে হাওয়া একেবারেই নেই, রাজনীতি অসচেতন মানুষও এই তথ্য জানেন। তবুও সুষুপ্তি ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। বাকি থাকে কংগ্রেস। তাদের কথা যত কম বলা যায়, তত ভাল। অতএব এ বারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরাসরি দু'টি রাজনৈতিক দলকেই সম্মুখসমরে দেখব আমরা সবাই। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পর্যুদস্ত হওয়ার পর বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিশ্চয়ই বহু আলাপ-আলোচনা, বিচার বিশ্লেষণ চলেছে। হারের কারণগুলিও তাঁরা নিশ্চয়ই চিহ্নিত করেছেন এবং এ বারের নির্বাচনে গত বারের ত্রুটি যতটা পারা যায় মেরামত করার চেষ্টাতেই তাঁরা মনোনিবেশ করবেন। তবে দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সরকারি ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির চেয়ে বেশি সাফল্য আনতে সক্ষম হয়েছে। এ কথাটাই কিন্তু ভাবতে ভুলে গিয়েছেন শীর্ষ স্তরের বিজেপি নেতারা। বারবার মুখ পরিবর্তন করেও আজ পর্যন্ত নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কাউকে তুলে আনতে পারেনি বিজেপি। তা ছাড়া যে কোনও রাজ্যেরই প্রধান পদে তারা সঙ্ঘের মানুষের উপরে আস্থা রাখে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা সুর যতই চড়ান না কেন, তাঁকে কিন্তু সঙ্ঘ মূল নেতা করবে না। শেষ পর্যন্ত দিলীপবাবু বা সুকান্তবাবুদের মতো মানুষকেই তারা সমর্থন করবে। এই বিষয়টি তাঁর মতো পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবেন, তত মঙ্গল। সম্প্রতি দিল্লির নির্বাচনে আপ পর্যুদস্ত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বিজেপি যে কৌশলগুলির সাহায্যে দিল্লির রাজপথে নেমেছিল, তার অধিকাংশেই ছিল সাধারণ নাগরিকদের আগের সুযোগ-সুবিধাগুলিকে আরও খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। আমাদের এই রাজ্যে যে সব প্রকল্প চালু রয়েছে এবং তার সুবিধাভোগীর সংখ্যা যে ভাবে বেড়েছে, তাতে খুব সহজে এই উপকৃতদের ভোটে ভাগ বসানোর উপায় নেই।

শব্দবাণ-২৬৭

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. হতভাগ্য ৩. অনাবৃত, পোশাক পরা নয় এমন ৫. দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য ৭. ব্যাকরণের এক অধ্যায় ৮. আমগাছ ১০. প্রবল বন্যা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অতি উঁচু ২. হজরত মোহাম্মদ এর তলোয়ার ৩. গৃহ, বাড়ি ৪. বালিকা বিদ্যালয় ৬. ভীষণ ৯. ত্রিশ অহোরাত্র যুক্ত মাস।

সমাধান: শব্দবাণ-২৬৬

পাশাপাশি: ১. অসকাল ৩. প্রভাস ৪. সমাজ ৬. নবহুঁ ৯. দখল ১০. ধারাঙ্কুর।

উপর-নীচ: ১. অসঙ্গ ২. লঘিমা ৩. প্রজ্ঞাপন ৫. জলটল ৭. বসুধা ৮. আদর।

জন্মদিন

আজকের দিন

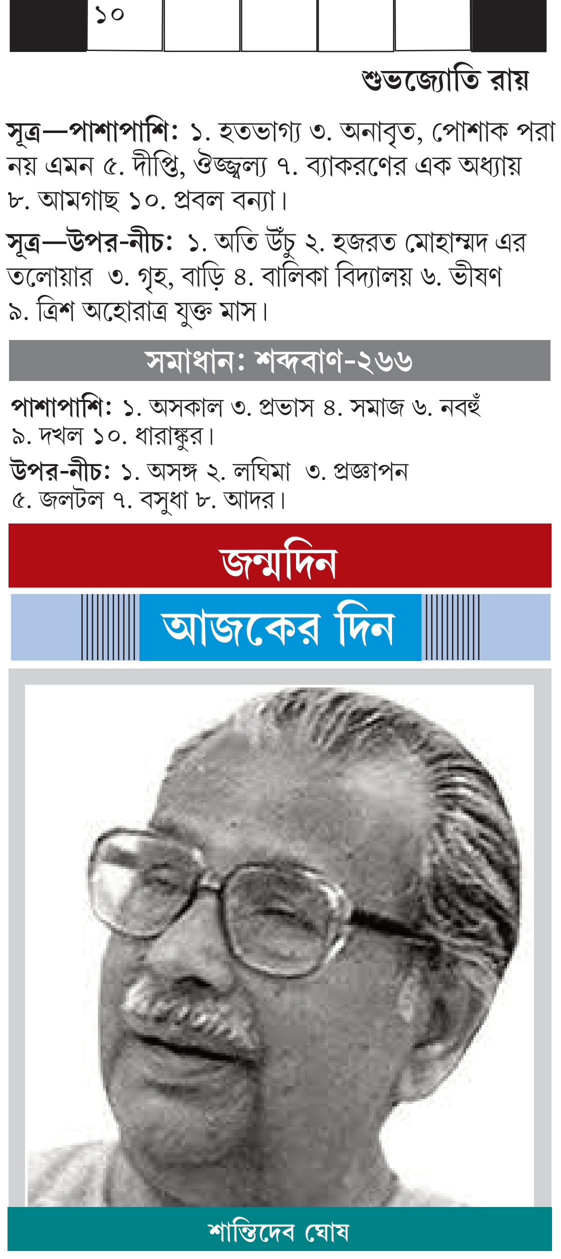

শান্তিদেব ঘোষ

১৯১০ *বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শান্তিদেব ঘোষের ন্মদিন।*
১৯৩০ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় চার্লস স্টিফেনের জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় কিংশুক দেবনাথের জন্মদিন।*

'বসুধৈব কুটুম্বকম' আদর্শের ভারতবর্ষে, বিশেষ করে এই বাংলায় বর্তমানে 'আমরা-ওরা' বিভেদ জাঁকিয়ে বসেছে। সম্প্রতি দিঘায় নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ গিয়ে ঢালাও প্রশংসা করেছেন মমতার। এ কী নেহাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির সৌজন্যবোধ না ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশের সূচনা? পরবর্তী ঘটনাক্রম যা-ই হোক, ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির মধ্যে 'গৃহযুদ্ধ' লাগিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে বিপর্যস্ত মমতা ইতিমধ্যেই তাঁর কার্যসিদ্ধি করে ফেলেছেন।

ক্ষমতার লোভে 'রাজসভা'য় না ভিড়ে দিলীপ ঘোষ কী পারবেন 'আমরা-ওরা' বিভেদ দূর করতে?

নিকুঞ্জবিহারী ঘোড়াই

সম্প্রতি দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের উপস্থিতিতে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। রাজ্য সরকারের বানানো জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এড়িয়ে সনাতনী সমাবেশ করলেন বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আবার বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে সনাতন সমাবেশ এড়িয়ে, সমাবেশের পাস দিয়েই সস্ত্রীক হাজির হলেন জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে দিঘায় মমতার পাশে। শুধুমাত্র মমতার 'আমন্ত্রণ'-এ হাজির নয়, ঢালাও প্রশংসাও করলেন মমতার। বললেন, 'ভগবান মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে মন্দির করিয়ে নিয়েছেন।' নির্মাণশৈলীর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শীতা নিয়েও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তাঁকে রাজ্য সরকারের তরফে অভ্যর্থনা জানান মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুনাল ঘোষ। দিলীপ ঘোষকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন অরূপ বিশ্বাস। একান্তে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। দিলীপ ঘোষের এমন ভূমিকায় নানারকম মানে করছে নানা পক্ষ, কারণ রাজ্য রাজনীতিতে 'ব্যক্তি স্বার্থ'-ছাড়া দুই প্রধান বিরোধী দলের নেতার মধ্যে এরূপ 'মিলন' নজিরবিহীন।

দিঘায় মমতা - দিলীপ সৌজন্য 'স্বাক্ষাৎকার' নিয়ে এই মুহূর্তে কার্যত ঝড় উঠেছে বিজেপির অন্দরে। মেদিনীপুর সহ রাজ্যের অনেক জায়গায় বিজেপির কিছু কর্মী-সমর্থক দিলীপ ঘোষের ছবিতে জুতোর মালা পরিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এমনকি ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কিছু পরাজিত প্রার্থী তাঁদের হারের জন্য দিলীপ ঘোষকে দায়ী করছেন এখন। নজিরবিহীন ভাবে তাঁকে 'তুই-তোকারি' করে 'ফালতু', 'স্বার্থপর', 'দালাল', 'চামচা', ইত্যাদি বলে গালাগালি শুরু করেছেন। বিজেপির এক সাংসদ বলছেন, ক্ষ্মএকজন 'ত্যাগী' থেকে কিভাবে 'ভোগী' হতে হয় নিদর্শন দিলীপ বাবুক্ষ্ম। অনেকে বলছেন, এক বছর আগের 'ঋণ' কড়ায়-গন্ডায় চুকোতে নেমেছেন দিলীপ ঘোষ। এক বছর আগে লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে নিজের জেতা মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন দাখিলের শেষ মুহূর্তে অন্য একটি দুরবর্তী 'হারা' আসনে পাঠানো হয়েছিল। বিজেপির অন্দরে সর্বজনবিদিত যে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল শুভেন্দু অধিকারীর প্রস্তাবে। যে 'বৃত্ত' সম্পূর্ণ হল সস্ত্রীক দিঘা সফরে এমন অভিযোগও আসছে দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। দিলীপ দিঘায় নাম না করে বললেন, ক্ষ্মমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁচলের ছায়ায় যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে দিলীপ ঘোষ বিজেপি শিখবে না।ক্ষ্ম কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপে দলের দিলীপ ঘোষের সমালোচকরা অবশ্য বলতে শুরু করছেন, এই ঘটনা এখন 'ক্লোজড চ্যাপ্টার'।

বিজেপির হেভিওয়েট নেতারা দিলীপ ঘোষকে নজিরবিহীন এমনকি 'অসংসদীয়' ও কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা শুরু করেছেন। যেমন, তথাগত রায় বলছেন, দিলীপ ঘোষকে রাজ্য সভাপতির পদে বসানো ভুল হয়েছিল। উনি এবার পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। সেটা প্রথম পাঁয়তারাটা কষছেন । সাংসদ সৌমিত্র খাঁন বলেছেন, দিলীপদার মতিভ্রম হয়েছে। দিলীপ ঘোষ তৃণমূলের বড় দালাল। তরুণজ্যোতি তেওয়ারি বলছেন, দিলীপ ঘোষের কাজ আমার মতো সাধারণ কর্মীরা ভালভাবে নেয়নি। কৌস্তভ বাগচির কথায়, বোঝা যাচ্ছে, আতিথেয়তা ভালই হয়েছে। বিজেপির রাজ্যসভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সাবধানী মন্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দিলীপ ঘোষের সাক্ষাৎ দল অনুমোদন করে না। পরবর্তী ঘটনাক্রম যা-ই হোক, ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির মধ্যে 'গৃহযুদ্ধ' লাগিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে বিপর্যস্ত মমতা ইতিমধ্যেই তাঁর কার্যসিদ্ধি করে ফেলেছেন। শাসক দলের মুখপত্রের প্রথম পাতায় সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ সহ মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে তাঁর ঢালাও 'প্রশংসা'ও করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদপত্রের অন্যতম শিরোনাম এখন এইরকম - 'বিজেপিতে ক্ষোভ, উল্লাস তৃণমূলে, দিলীপ বেপরোয়াই' ; 'দলে বিক্ষোভের মুখে দিলীপ, ঘনিষ্ঠ সঙ্গীকে মার' ইত্যাদি।

এসব সমালোচনার উত্তর দিতে দিলীপ ঘোষও পিছিয়ে নেই। তবে ঘটনাক্রম যাই হোক না কেন তিনি এখন পর্যন্ত কয়েকটি খাঁটি কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, আমার পাড়ায় এক তৃণমূলের নেতার বিয়ে হচ্ছে, তাই বলে আমি সেখানে যাব না, এই নোংরা ও জঘন্য রাজনীতি দিলীপ ঘোষ করে না। আমার বাড়ির জামাই অন্য পার্টি করে বলে আমি তার বাড়িতে যাব না! তাঁর মতে মন্দির উদ্বোধন নিয়ে রাজনীতি চলে না। রামমন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রণ পেয়েও সংখ্যালঘু তোষণের কারণে মমতা সেখানে জাননি বলে আমিও কী তাঁকে অনুসরণ করব? এই অপসংস্কৃতি যারা আনতে চাইছেন তাঁরা বিজেপি বোঝে না, সামাজিকতা ও রাজনীতি আলাদা। তিনি আরও বলেছেন, প্রয়োজনে দিলীপ ঘোষ রাজনীতি ছেড়ে দেবে, কিন্তু বিজেপি ছাড়বে না। যদিও তাঁর দলের অনেকেই তাঁকে এখন থেকেই আসন্ন '২১ জুলাই'-এর সভায় 'দেখতে' পাচ্ছেন। দীর্ঘ বাম শাসন থেকেই রাজ্যে শাসক দলের কাছে প্রধান বিরোধীদল 'অস্পৃষ্য'। যেমন, শাসকদল কখনও রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কোনও সভায় বিরোধীদলের স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকেও ডাকেন না, একজোট হয়ে রাজ্যের স্বার্থে দিল্লির দরবারে হাজির হন না। সেই পরম্পরা এখন ক্রমবর্ধমান। অথচ রাজ্যের উন্নয়নে শাসক ও বিরোধীদলের একজোট হওয়া উচিত ছিল। যেমন অতি সম্প্রতি কাশ্মীরে হিন্দু পর্যটকদের নৃশংস খুনের পরে দেশের বিজেপি-বিরোধী সব দল এককাট্টা হয়ে নিরাপত্তায় গাফিলতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করছে। বিপরীতে নজিরবিহীন ভাবে রাজ্যের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লা সব দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়েছেন।

মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী সর্বাগ্রে জনগণকে অভিনন্দন জানান তাঁদের পছন্দের জন্য। বারাক ওবামা- রমানি, বা ডোনাল্ড ট্রাম্প- কমলা হ্যারিস, কোনও ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি। আর এই রাজ্যে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমেই প্রধানত শাসক দল জয়ী হয়, আর কোথাও হেরে গেলে বিরোধী সমর্থকদের উপর নারকীয় অত্যাচার করে 'প্রতিশোধ' নেন। আর রাজ্যের ' হাওয়া মোরগ' বুদ্ধিজীবি ও 'সভাকবি'-গণ শাসকের কাছে শিরদাঁড়া বন্ধক রেখেছেন, যা রাজ্যের সাম্প্রতিক অজস্র নারকীয় ঘটনায়ও তাঁদের নীরবতা ও শাসকস্তুতি তা প্রমাণ করে। 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর এই ভারতবর্ষে 'ব্যতিক্রমী' হয়ে দিলীপ ঘোষ কী পারবেন সেই অশুভ 'ট্রাডিশন' ভাঙতে? অনেকের আশঙ্কা তিনিও কী অর্থ ও ক্ষমতার লোভে 'রাজপন্ডিত'-দের মতোই 'রাজসভা' আলো করতে ভিড়ে যাবেন শাসক শিবিরে? পরবর্তী ঘটনাক্রম যা-ই হোক, ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির মধ্যে 'গৃহযুদ্ধ' লাগিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে বিপর্যস্ত মমতা ইতিমধ্যেই তাঁর কার্যসিদ্ধি করে ফেলেছেন।

বিজেপির হেভিওয়েট নেতারা দিলীপ ঘোষকে নজিরবিহীন এমনকি 'অসংসদীয়' ও কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা শুরু করেছেন। যেমন, তথাগত রায় বলছেন, দিলীপ ঘোষকে রাজ্য সভাপতির পদে বসানো ভুল হয়েছিল। উনি এবার পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। সেটা প্রথম পাঁয়তারাটা কষছেন। সাংসদ সৌমিত্র খাঁন বলেছেন, দিলীপদার মতিভ্রম হয়েছে। দিলীপ ঘোষ তৃণমূলের বড় দালাল। তরুণজ্যোতি তেওয়ারি বলছেন, দিলীপ ঘোষের কাজ আমার মতো সাধারণ কর্মীরা ভালভাবে নেয়নি। কৌস্তভ বাগচির কথায়, বোঝা যাচ্ছে, আতিথেয়তা ভালই হয়েছে। বিজেপির রাজ্যসভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সাবধানী মন্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দিলীপ ঘোষের সাক্ষাৎ দল অনুমোদন করে না। পরবর্তী ঘটনাক্রম যা-ই হোক, ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির মধ্যে 'গৃহযুদ্ধ' লাগিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে বিপর্যস্ত মমতা ইতিমধ্যেই তাঁর কার্যসিদ্ধি করে ফেলেছেন।

লেখক: প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক, শিক্ষক ও নিবন্ধকার

নোবেল চুরি

ডাঃ শামসুল হক

পঁচিশে বৈশাখ আমরা মহা ধূমধাম সহযোগে পালন করি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব। বাংলা কাব্য ও সাহিত্য জগতে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা মনে রেখেই আমারা সকলে সামিল হ ই সেই অনুষ্ঠানেও । বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যের নোবেল সহ আরও অনেক পুরস্কারের ডালিতে তিনি সাজিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের সাম্রাজ্য ও । আর এই দিনে বার বার মনে পড়ে সেইসব কথাও ।এই দিনে আবার মনে পড়ে হৃদয় বিদারক আরও একটা ঘটনার কথাও । সেটা হল তাঁর এবং অতি অবশ্যই আমাদের ও অতি গর্বের সেই ধন নোবেল পুরস্কার চুরি যাওয়ার ঘটনাও ।

একজন নন ইউরোপীয়ান মানুষ হিসেবে বাংলা সাহিত্যের চেনাজানা পরিবেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার অর্জন এবং সেটা যে সত্যি সত্যিই একটা ঐতিহাসিক ঘটনাও , সেই সত্যটাকে মেনে নিয়েছেন সকলেই । ১৯১৩ সালে পাওয়া তাঁর সেই সম্মান শুধু নিজেকেই নয় , সম্মানিত করেছিল সমগ্ দেশকেই।

যে কাব্যগ্ ন্থের জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অর্জন করেন নোবেলের মত অতি সম্মানজনক পুরস্কার , বাংলায় সেটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে । তারপর কবি নিজেই তার ইংরেজি অনুবাদ ও করেন এবং সেই ভাষায় প্রকাশিত নতুন সেই সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ সালে। Song offerings নামক সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল খোদ লণ্ডনের একটা প্রকাশনা সংস্থা থেকে এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সেটা ভীষণ জনপ্রিয় ও হয়ে উঠেছিল ।

ইংরেজিতে প্রকাশিত সেই গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশ গীতিকবিতাই স্থান পেয়েছিল এমনই অনেক কবিতা যেগুলো আগেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ই মধ্যে। তা ছাড়াও তাঁর লেখা অন্যান্য আরও অনেক কাব্যগ্রন্থ যেমন গীতিমাল্য, নৈবেদ্য, খেয়া, শিশু, চৈতালি, উৎসর্গ ইত্যাদি থেকেও বেশ কিছু কবিতা তিনি নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। সেইসব কবিতার ইংরেজি অনুবাদ ও করেছিলেন তিনি নিজে। আর ১৯১৩ সালে সেই গ্রন্থই তাঁকে এনে দিয়েছিল নোবেল পুরস্কারও।

কবিগুরুর নিজস্ব শিক্ষাকেন্দ্র বিশ্বভারতীর নিজস্ব জাদুঘরেই সংরক্ষিত ছিল সেটি। সঙ্গে ছিল তাঁর ব্যবহৃত অনেক জিনিসপত্রও ছিল তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ব্যবহৃত মূল্যবান অনেক দ্রব্য সামগ্রীও। বলাই বাহুল্য, কবিগুরুর সেইসব সম্পদ যে অতি নিশ্চিন্তেই

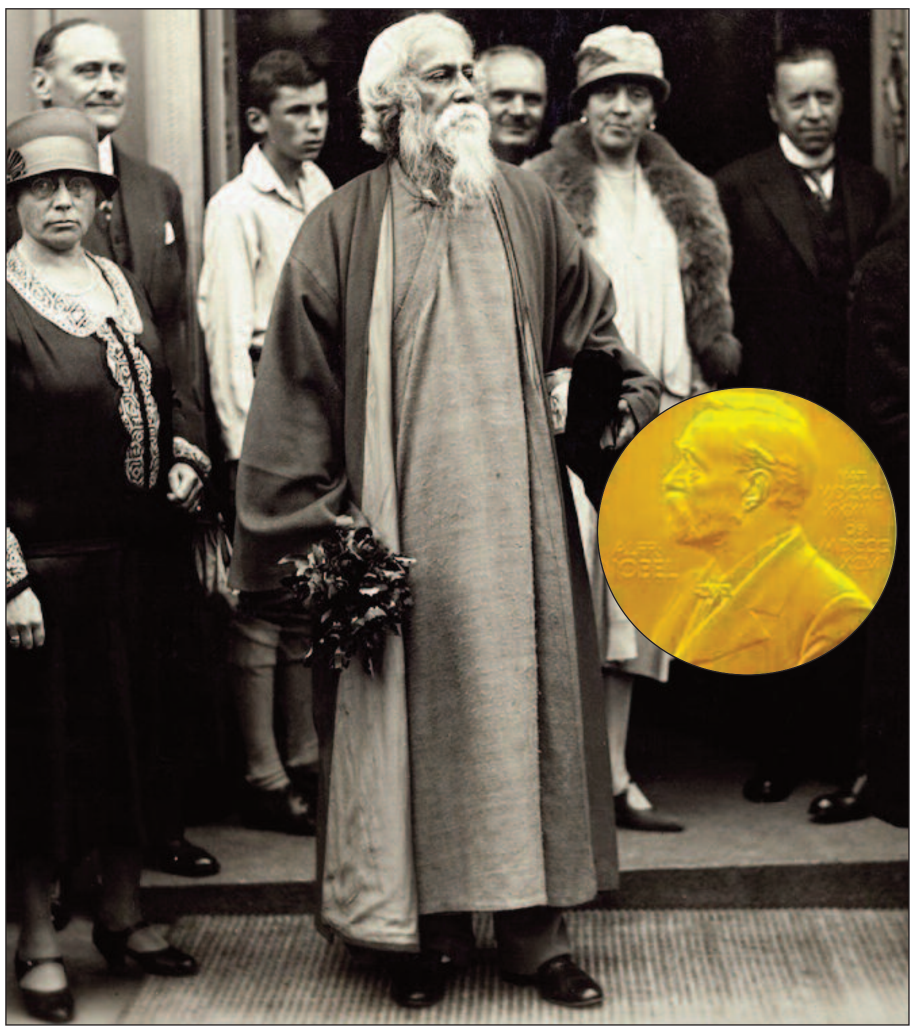

সংরক্ষিত থাকবে সকলে ভেবে নিয়েছিলেন সকলেই। বাস্তবে তা কিন্তু হয়নি। একসময় অতি নিরাপদ সেই স্থান থেকেই চুরি হয়ে যায় সবকিছু।

২০০৪ সালের অভিশপ্ত সেই ২৫ শেষ মার্চ। সেদিন ছিল বুধবার। ছুটির দিন। সেদিনই চুরি যায় সবকিছু। শান্তিনিকেতনের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আগের দিন মঙ্গলবার দুপুর একটার পর বন্ধ হয়ে যায় সেখানকার সব দরজাও। আর বৃহস্পতিবার সেই দরজা খোলার পর ই চোখে পড়ে যায় লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে সবকিছুই এবং লোপাট হয়ে গেছে কবিগুরুর সব সম্পদও।

শুরু হয় চিৎকার চেঁচামেচি। বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো সব সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্রই। সংবাদ পৌঁছে যায় দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তেও। সকলের মনই তখন ছুটে চলে শান্তিনিকেতন চত্ত্বরে। অনেক এসেও ছিলেন । আর যারা পৌঁছাতে পারেননি তাঁরা দূর থেকেই প্রার্থনা করেছিলেন দেশের সম্পদ যেন ঠিক সময়েই ফিরে আসে দেশেরই মাটিতে।

খবর পাওয়ার সঙ্গে হাজির হয় পুলিশও । মুহূর্তের মধ্যেই ঘিরে ফেলে সমগ্ রবীন্দ্র ভবনই। তারপর পুলিশের সামনেই চুরি যাওয়া সম্পদের তালিকাও নেওয়া হয়। দেখা যায় নোবেলের সঙ্গে চুরি হয়েছে রৌপ্য পদক, ওঁ লেখা সোনার আংটি, জামার সোনার বোতাম, মৃণালিনী দেবীর বেশ কয়েকটা শাড়ি, নোবেল পদক রাখার রূপোর রেকাবি ইত্যাদি। পুলিশ সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে । সংবাদ পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট দপ্তরেও। মহাকরণেও পৌঁছে যায় সব সংবাদ। সেখানকার কর্মকর্তারাও নড়ে চড়ে বসেন।

শুরু হয় রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের চিরুনি তল্লাশি। অনেক অনুসন্ধানের পর ও মেলেনি কোন সমাধান সূত্র। ফলে মাঠে নামতে হয় সি . আই . ডি এবং সি. বি. আই কেও। কিন্তু না, তাতেও ফিরে পাওয়া যায়নি বিশ্বভারতীর অমূল্য সম্পদ।

চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তবুও মেলেনি কোন সমাধান সূত্রই। তাই দিন যত এগিয়ে চলেছে বাড়ছে মনের চাঞ্চল্যও। ফলে সুখ নেই বিশ্বভারতীর পাশাপাশি আমাদের ও মনে। কারণ সবকিছুর সঙ্গেই তো জড়িয়ে আছে কবিগুরুরই স্মৃতি।

অতএব বিশ্বভারতীর সঙ্গে হতাশগ্রস্থ আমরাও সকলে। জানি না চুরি যাওয়া সেই অমূল্য সম্পদ আর কখনও ফিরে পাওয়া যাবে কি না। তবে আমারা এটা ভেবেই আশ্বস্ত হব যে , দুষ্কৃতীরা কবির নোবেল পুরস্কার চুরি করেছে করুক, তারা কিন্তু কখনও চুরি করতে পারবে না কবির পাওয়া সেই সম্মাননাকে এবং অতি অবশ্যই কবিকেও।

যত স্ক্যামের রানি মমতা : সৌমিত্র খাঁ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবার ‘খেলা হবে’ স্লোগান রাজ্যে বিরোধী আসনে থাকা বিজেপি নেতাদের মুখেও। ওন্দা স্টেডিয়ামে স্থানীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলা শেষে বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর দাবি, ‘খেলবেন-খেলাবেন, কে আউট হয় দেখবেন। নিজেকে নিজে সৎ বললেই সৎ হওয়া যায় না। যত স্ক্যামের রানি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০৮ সাল থেকে রাজনীতি করছি, রাজনীতির ময়দানে বরাবর ছয় মেরে এসেছি, আগামী দিনেও ছয় মারব।’

প্রসঙ্গত, নিজের লোকসভা এলাকার ওন্দা স্টেডিয়ামে রাত্রীকালিন খেলা পরিচালনার জন্য আলোর ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। এই কাজের জন্য তাঁর সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে তিনি অর্থ বরাদ্দও করেন। কিন্তু ‘তৃণমূলের বাধা’য় ওই কাজ আটকে আছে বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় স্থানীয় বিডিও-র সাথে এবিষয়ে আলোচনা শেষে ওন্দা স্টেডিয়াম পরিদর্শণে আসেন সৌমিত্র। সেখানেই স্থানীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে ব্যাট হাতে মাঠে নেমে পড়েন তিনি।

সাংসদ সৌমিত্র খাঁর সুরে সুর মিলিয়ে ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা বলেন, ‘২০২৬ এর খেলার প্রস্তুতি আমরা শুরু করে দিয়েছি। রাজ্যজুড়েই খেলা হবে। তবে ওন্দা স্টেডিয়ামে সাংসদের তরফে আলোর ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও পূর্বতন বিধায়কের বাধায় তা করা যায়নি।’ তৃণমূল নেতা ও ওন্দার প্রাক্তন বিধায়ক অরুপ খাঁ বলেন, ‘বর্তমান বিধায়ক বিগত সাড়ে চার বছরে কোনও কাজ করেননি। আমি বিধায়ক থাকাকালীন যে কাজ করেছি তা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। উনি অসত্য কথা বলছেন, ওন্দার জনগণ শক্ত হাতে ব্যাট ধরে আছে, এখন ওঁর মাঠের বাইরে যাওয়া সময়ের অপেক্ষা।’

বেহাল রাস্তা পাকা না হলে ভোট বয়কটের ডাক আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অবিলম্বে মাটির বেহাল রাস্তা পাকার ঢালাই না হলে ভোট বয়কটের ডাক এবার আরামবাগের মলয়পুর এক নম্বর অঞ্চলের ঘরগোয়াল এলাকার। প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা বেহাল। তাই ভোট বয়কটের ডাক। ২০২৬ সালে রাজ্যে বিধানসভা ভোট। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাউন ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। চলছে জন সংযোগ মুলক কর্মসূচি। এই রকম পরিস্থিতিতে ভোট বয়কটের ডাক দেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে শোরগোল। রাস্তার অবস্থা একেবারেই বেহাল। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কাদা মাটির রাস্তায় যাতায়াত গ্রামবাসির।তাই ভোট বয়কটের ডাক। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে বঞ্চিত আরামবাগের মলয়পুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘরগোয়াল গ্রামের বাসিন্দারা। বাধ্য হয়ে ভোট বয়কটের ডাক। পঞ্চায়েত থেকে ব্লক প্রশাসনকে জানিয়ে ঢালাই রাস্তার কোনও সুরাহ হয়নি বলে অভিযোগ।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঢালাই রাস্তা না হলে তারা ভোট বয়কট করবেন। গ্রামের মানুষের অভিযোগ রাস্তাটি চলাচলের একেবারেই অযোগ্য। সেই কারণেই স্কুল পড়ুয়া থেকে নিত্য যাতায়াতকারী মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও প্রশাসনের কোনও নজর নেই। গ্রামবাসীরা স্লোগান তোলেন ‘ঢালাই রাস্তা না হলে তারা ভোট দিতে যাবেন না’। এবার দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি আরামবাগে ভোট বয়কটের ডাক। এই প্রসঙ্গে গ্রামের এক বাসিন্দা জানান, ‘আমাদের রাস্তাটা দশ বছর আগে মেরামত হয়েছিল, আর কোন খবর নেই। কতবার পঞ্চায়েত গেছি, দরখাস্ত জমা দিয়েছি। রাস্তার কোন কাজ হয়নি। বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারছে না। বয়স্ক মানুষেরা পড়ে যাচ্ছে, পা ভাঙছে। আমরা ৪০-৫০টি পরিবার আছি। সেজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ভোট বয়কট করব।’

এই বিষয়ে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার বলেন, ‘আমাদের কিছু জানানো হয়নি। যদি রাস্তার বিষয়ে জানানো হয় অবশ্য মেরামত ও নতুন করে সংস্কার করা হবে।’ অন্যদিকে আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, ‘ভোট বয়কট করবেন না। সিপিএম ৩৪ বছর করেনি, তৃণমূলও রাস্তা করেনি। এবার বিজেপিকে ভোট দিন।বিজেপি উন্নয়ন করে দেখাবে।ভোট বয়কট করলে তৃণমূলেরই হাত শক্ত করা হবে।’

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং ৪২-সি,
জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/75/2020 **02.05.2025**

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী সুশান্ত ভুঁইয়া

প্রতি,
(সিডি ১) শ্রী সুশান্ত ভুঁইয়া
পিতা ক্ষিতীশ চন্দ্র ভুঁইয়া, গ্রাম - সাদাত, পো - রাখাজঙ্গল, থানা - খড়গপুর (এল), পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১৪৮

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/51/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১৮,৯৯, ৫৯৫.০০ টাকা (আঠারো লাখ নিরানব্বই হাজার পাঁচশ পঁচানব্বই টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১২.৯০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **০১.০৪.২০১৬ থেকে ২৬,০০৫.০০ টাকা (ছাব্বিশ হাজার পাঁচ টাকা)** সমুদয় শুল্ক আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৫.০৫.২০২৫** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ০২.০৫.২০২৫

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)

কৃতি ছাত্রীকে সংবর্ধনা জামালপুর ব্লক তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হল গুড়েঘর হাই স্কুলের কৃতি ছাত্রী শ্রেষ্ঠা সিংহরায়কে। শ্রেষ্ঠা এবারের মাধ্যমিকে পেয়েছে ৬৪৫ নম্বর। মঙ্গলবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে, ফুলের তোড়া, কলম, মিষ্টির প্যাকেট ও একটি সুন্দর মোমেন্টো উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জাড়গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান নূরজাহান বিবি, উপপ্রধান বীরেন্দ্রনাথ শি, অঞ্চল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ , চকদিঘি অঞ্চল সভাপতি আজাদ রহমানসহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শ্রেষ্ঠার এই কৃতিত্বে খুশি হয়ে মেহেমুদ খাঁন বলেন, ‘শ্রেষ্ঠা সত্যিই অসাধারণ ফল করেছে। ভবিষ্যতে সে দেশের কাজে লাগবে,এই আমাদের আশা।’ অঞ্চল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ বলেন, গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রমাণ করছে তারা শহরের থেকে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই। চকদিঘি অঞ্চল সভাপতি আজাদ রহমান বলেন, ‘শ্রেষ্ঠা ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে, এই সাফল্যে আমরা গর্বিত।’ সংবর্ধনা পেয়ে অভিভূত শ্রেষ্ঠা কৃতজ্ঞতা জানায় ব্লক সভাপতি ও উপস্থিত সকলকে। সে জানায়, এই সম্মান তার ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

নিজের উদ্যোগে সাড়ে তিন লক্ষ ব্যয়ে রাস্তা পুরপিতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তিগত অর্থে রাস্তা তৈরি করলেন বারাসাত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা দেবব্রত পাল। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যায়ে বারাসাত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর রোড বাই লেন এর রাস্তার কাজ শুরু হল মঙ্গলবার। পুরপিতার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বামেদের দখলে থাকা কালিন দীর্ঘ কয়েক দশকের মানুষের দাবি ছিল এই রাস্তাটি সংস্কার করার। বহুদিন বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত এই ওয়ার্ডের রাস্তাঘাটের বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধান করা হয়নি। কিন্তু বর্তমান পুরপিতা দেবব্রত পাল এর উদ্যোগ আস্তে আস্তে দশ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় প্রতিটি এলাকাতেই রাস্তাঘাটে উন্নতি ও সংস্কার সম্ভব হয়েছে। কাঁচা রাস্তা হয়েছে ঢালাই রাস্তা, ঢালাই রাস্তা হয়েছে পিচ রাস্তা এবং পুরনো পিচ রাস্তা যেগুলো ভেঙে গেছিল সেগুলো নব রূপে সংস্কার হয়েছে। সংস্কার হয়েছে রেল স্টেশন সংযোগকারী মূল পিচ রাস্তাগুলির। বিদ্যাসাগর রোড বাই লেন, প্রায় ৬০ মিটার রাস্তাটিকে ড্রেনের উপরের স্ল্যাব সমেত ঢালাই করে একটা চওড়া রাস্তা হিসেবে এলাকার মানুষের সুবিধার্থে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিলেন দেবব্রত পাল।

দেবব্রত পাল জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন সৈনিক হিসেবে এবং পুরপিতা হিসাবে এটি তার নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। একজন সহ নাগরিক হিসাবে অন্য নাগরিকদের নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করাই একজন পুর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর প্রধান কাজ।

Nathulal Das
B.Ed. College
Vill Bhaitpara PO Dohbhat, Dist Murshidabad, Pin 742145
Vacancy for
Principal and Asst. Professor
Subjects :
* Life Science * Pol Science
* Bengali
Qualification as per NCTE norms
Contact No : 7031380501
E-Mail : dipakdasabc@gmail.com

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আসানসোল মেন শাখার জন্য লিজে শাখা/অফিস প্রেমিসেসের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **আসানসোল মেন শাখা,** ১৯৯ এবং ২০০ (বর্তমানে ৮১ এবং ৮২) জি টি রোড, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১-এর নিকট পরিমাণ **১৭০০ বর্গফুট** কার্পেট এরিয়া একতলায়, প্রধান সড়ক ব্যবসায়িক ব্যস্ত এলাকা ভালো দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস সহ ১৫ বছরের লিজের মেয়াদে ব্যাঙ্ক শাখা স্থাপনের জন্য আগ্রহীদের কাছ থেকে লিজের ভিত্তিতে (ইতিমধ্যেই তৈরি/নির্মীয়মান প্রেমিসেস) দিতে ইচ্ছুক মালিকগণের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) টেন্ডার আহ্বান করছে।
নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে টেন্ডার ফর্ম **০৭.০৫.২০২৫ থেকে ২৭.০৫.২০২৫ তারিখের মধ্যে ২৫০ টাকা** (অফেরতযোগ্য) ডিডি/আইওআই এর আকারে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুকূলে, আসানসোলে** প্রদেয় হিসেবে দাখিল করে সংগ্রহ করতে পারেন। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৭.০৫.২০২৫ বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।
জেনাল ম্যানেজার/ডিজিএম
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট
উদরেজ ভবন, ৩য় তল, ৮ জি টি রোড (পশ্চিম) আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১, পব
বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট থেকে : www.indianbank.in

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বড়শুল শাখার জন্য লিজে শাখা/অফিস প্রেমিসেসের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **বড়শুল শাখা,** গ্রাম, পো. এবং থানা - শক্তিগড়, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পব, পিন - ৭১৩১২৪ পরিমাণ **১৫২০ বর্গফুট** কার্পেট এরিয়া একতলায়, প্রধান সড়ক ব্যবসায়িক ব্যস্ত এলাকা ভালো দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস সহ ১৫ বছরের লিজের মেয়াদে ব্যাঙ্ক শাখা স্থাপনের জন্য আগ্রহীদের কাছ থেকে লিজের ভিত্তিতে (ইতিমধ্যেই তৈরি/নির্মীয়মান প্রেমিসেস) দিতে ইচ্ছুক মালিকগণের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) টেন্ডার আহ্বান করছে।
নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে টেন্ডার ফর্ম **০৭.০৫.২০২৫ থেকে ২৭.০৫.২০২৫ তারিখের মধ্যে ২৫০ টাকা** (অফেরতযোগ্য) ডিডি/আইওআই এর আকারে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুকূলে, আসানসোলে** প্রদেয় হিসেবে দাখিল করে সংগ্রহ করতে পারেন। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৭.০৫.২০২৫ বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।
জেনাল ম্যানেজার/ডিজিএম
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট
উদরেজ ভবন, ৩য় তল, ৮ জি টি রোড (পশ্চিম) আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১, পব
বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট থেকে : www.indianbank.in

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

অন্ডাল শাখার জন্য লিজে শাখা/অফিস প্রেমিসেসের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **অন্ডাল শাখা,** গ্রাম এবং পো অন্ডাল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পব, পিন - ৭১৩৩২১ পরিমাণ **১৫০০ বর্গফুট** কার্পেট এরিয়া একতলায়, প্রধান সড়ক ব্যবসায়িক ব্যস্ত এলাকা ভালো দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস সহ ১৫ বছরের লিজের মেয়াদে ব্যাঙ্ক শাখা স্থাপনের জন্য আগ্রহীদের কাছ থেকে লিজের ভিত্তিতে (ইতিমধ্যেই তৈরি/নির্মীয়মান প্রেমিসেস) দিতে ইচ্ছুক মালিকগণের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) টেন্ডার আহ্বান করছে।
নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে টেন্ডার ফর্ম **০৭.০৫.২০২৫ থেকে ২৭.০৫.২০২৫ তারিখের মধ্যে ২৫০ টাকা** (অফেরতযোগ্য) ডিডি/আইওআই এর আকারে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুকূলে, আসানসোলে** প্রদেয় হিসেবে দাখিল করে সংগ্রহ করতে পারেন। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৭.০৫.২০২৫ বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।
জেনাল ম্যানেজার/ডিজিএম
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট
উদরেজ ভবন, ৩য় তল, ৮ জি টি রোড (পশ্চিম) আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১, পব
বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট থেকে : www.indianbank.in

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক) নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **মেসার্স এ কে আর রাইস মিল** গ্রাম - সাহালালপুর, পো - নাইসরাই, থানা - আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৬০২ ২. **শ্রী দিলীপ রায় (অংশীদার)** পিতা প্রয়াত অমিয় কান্তি রায় আদরা, ভাদুর, হুগলি - ৭১২৬০২ ৩. **শ্রী শ্যামল রায় (অংশীদার)** পিতা প্রয়াত অমিয় কান্তি রায় আদরা, ভাদুর, হুগলি - ৭১২৬০২ ৪. **শ্রী দেবরাজ রায় (অংশীদার)** পিতা প্রয়াত অমিয় কান্তি রায় আদরা, ভাদুর, হুগলি - ৭১২৬০২	ক) ২,২১,১২,৮১৩.৩৯ টাকা (দুই কোটি একুশ লাখ বারো হাজার আটশ তেরো টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা) বকেয়া লোন এ/সি নং *************** ৯২৯৫, ২৭.০৯.২০২৪ অনুযায়ী (৩০.০৭.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) খ) ২৪.০১.২০২৫ গ) ০৩.০৫.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির (জামিনদত্ত সম্পদ) বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (লিজহোল্ড) পরিমাণ কমবেশি ১.২৩ একর, জেলা : হুগলি, থানা : আরামবাগ, মৌজা : সাহালালপুর, জেএল নং ১৭৬, এলআর খতিয়ান নং ২৪৫৯, ২৪৬০,২৪৬১, আরএস প্লট নং ২১১৬, এলআর প্লট নং ২১৬২, এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন সমুদয় সম্পত্তি।

তারিখ : ০৭.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

দীর্ঘদিন নিকাশিনালা না পরিষ্কারে সমস্যায় স্থানীয়রা

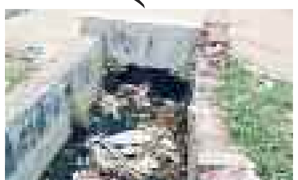

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: দীর্ঘদিন সাফাই হয়নি নিকাশিনালা ফলে একটু বৃষ্টি হলেই নিকাশি-নালা জল ঢুকে পড়ছে বাড়িতে, দুর্গন্ধযুক্ত জল স্রোত নিচ্ছে স্থানীয় একটি কুয়োতেও যে জলে স্থানীয় লোকেরা ব্যবহার করে থাকেন। এমনিতেই নিকাশি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ ও দূষণ বাড়ছে মশার উপদ্রব। এমনটাই অভিযোগ অণ্ডালের খান্দরা গ্রামের বাউরি পাড়ার লোকেদের একাংশের।

স্থানীয় বাসিন্দা অনিমা বাউরি নামে এক মহিলা জানান, যে ভাবে দীর্ঘদিন নিকাশি না সাফাই না হওয়ার দরুন, নিকাশিনালার জল উঠে আসছে রাস্তায় ফলে দুর্গন্ধযুক্ত জলে পা দিয়েই মানুষকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তার ওপর বৃষ্টি হলেই নিকাশিনালার জল ঢুকে পড়ছে বাড়িতে। ছড়াচ্ছে দূষণ বাড়ছে মশার উপদ্রব, এমতাবস্থায় এলাকায় ডায়রিয়ার মত রোগ দেখা দিলে তার দায় কে নেবে? বলে প্রশ্ন করেন তিনি। যদিও তিনি বলেন, মৌখিক ভাবে পঞ্চায়েত প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কিন্তু এতদিনেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

অন্যদিকে এই বিষয়ে খান্দরা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আশিস ভট্টাচার্য জানান, গ্রামের বাউড়ি পাড়ায় নিকাশিনালার সমস্যা রয়েছে একথা তারা শুনেছেন তবে ওই পাড়া থেকে লিখিত আকারে অভিযোগ কেউ কোনদিনও পঞ্চায়েতে জমা দেয়নি। তবে আশিসবাবু জানান, ‘এলাকায় নিকাশিনালার সমস্যা রয়েছে আমরা ইতিমধ্যেই প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করেছি শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে।’

মেমারিতে দুর্ঘটনায় মৃত ১ আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার অন্তর্গত চোটখণ্ড ঝাপানতলায় জি টি রোডের ওপর ছোট হাতি ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে দুমড়ে মুচরে যায় ছোট হাতিটি। ছোট হাতির ভেতরে চালক ও খালাসি আটকে পড়ে। এলাকার মানুষ ছুটে এসে উদ্ধারকার কাজে হাত লাগায়। গাড়ি থেকে চালককে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এবং খালাসীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। ঘটনার জেরে রাস্তায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মেমারি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে আহত চালক এবং মৃত খালাসিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ এবং দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি দু'টিকে ঘটনাস্থল থেকে অন্যত্র সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

সব ধরনের চুরি ও দুর্নীতিতে তৃণমূল যুক্ত, দাবি মীনাক্ষীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ‘আমাদের দেশের জওয়ান ও আমাদের দেশের কিষাণ দু’জনকেই ফিরিয়ে আনতে হবে’ বললেন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সোমবার ইন্দাসে ডিওয়াইএফআইয়ের ২০তম বাঁকুড়া জেলা সম্মেলনে যোগ দিতে এসে ওই সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মিনাক্ষী আরও বলেন, এই দু’টি বিষয়ে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কেন কথা বলছে না। ‘হিন্দু-মুসলিমের গন্ধ পেলে তখন তো এরা খুব নাচতে পারে’ বলেও তিনি কটাক্ষ করেন। এদিন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় আগাগোড়া রাজ্য সরকারকে তুলোধনা করেন। বালি থেকে কয়লা, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য সব ধরনের চুরি ও দুর্নীতিতে শাসক তৃণমূল যুক্ত বলেও তিনি দাবি করেন।

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশ হোক বা পশ্চিমবঙ্গ- পিছন থেকে এই দুই রাজ্য আরএসএস পরিচালনা করছে। বামেরা যে কথা অনেক দিন ধরে বলে আসছে আজ তা প্রমাণিত বলেও তিনি দাবি করেন।

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ - ১, কলকাতা
‘নাগাল্যান্ড হাউস’, ৯ম তল, ১১ এবং ১৩, শেক্সপীয়র সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০৭১, ফোন : ০৩৩ ২২৮০ ৩০৯৮
ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮১ ০৬২২, ইমেল : sbi.04151@sbi.co.in

উদ্ধার বিজ্ঞপ্তি

Letter No. : SAMB1/BR/37 **তারিখ : ২১.০৪.২০২৫**
প্রতি
১. **হীরা কনকাস্ট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),** ৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১২
২. **শ্রী বিনয় পাটনি (জামিনদাতা)** পিতা বিজয় কুমার পাটনি, আর্চ গ্যালাক্সি, ৪৫বি আশুতোষ মুখার্জি রোড, ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং ৪সি, কলকাতা - ৭০০০২৫
৩. **জ্যোতি ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট জামিনদাতা),** ৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১২
৪. **শ্রী বিবেক পাটনি (জামিনদাতা),** পিতা বিজয় কুমার পাটনি, আর্চ গ্যালাক্সি, ৪৫বি আশুতোষ মুখার্জি রোড, ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং ৪সি, কলকাতা - ৭০০০২৫
৫. **শ্রীমতী বিজয় কুমার জৈন পাটনি (জামিনদাতা),** পিতা বিজয় কুমার পাটনি, আর্চ গ্যালাক্সি, ৪৫বি আশুতোষ মুখার্জি রোড, ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং ৪সি, কলকাতা - ৭০০০২৫
৬. **বাঁকুড়া অ্যালয়জ লিমিটেড (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১২
প্রিয় মহাশয়,
অ্যাকাউন্ট : মেসার্স হীরা কনকাস্ট লিমিটেড
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
আমরা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ১) ৬৯,২৪,৩০,৭৭৬.০০ (উনসত্তর কোটি চব্বিশ লাখ ত্রিশ হাজার সাতশো ছিয়াত্তর টাকা) টাকা ৩০.০৪.২০১৬ অনুযায়ী (সুদ ৩০.০৪.২০১৬ পর্যন্ত হিসেবকৃত) এবং পরবর্তী সুদ ব্যাঙ্কের , জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া উশুলের জন্য ইস্যু করা নোটিশের প্রতি আপনাদের অবহিত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। কিন্তু আপনারা উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ২০০২ সালের সারফেসি আইন এবং তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের সম্পর্কিত রুল অধীনে ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত সংরক্ষিত মূল্যে ই-নিলাম মাধ্যমে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে, যদি আপনারা এই নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ, শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায় দিতে ব্যর্থ হন এবং বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এবং পরিশিষ্ট ৪-এ সংশ্লিষ্ট রুলস অধীনে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হবে।
জামিনদত্ত বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের বিস্তারিত :-

ক্রম নং	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	সাব লিজ অফিস স্পেস অংশত আরসিসি নির্মাণ এবং অংশত করোগেট অ্যাসবেস্টস সিট নির্মিত চাউনি অবস্থিত রুম নং ২০১, ৩য়তলে, ৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা : ৭০০০১২ , পরিমাণ ৬২৭ বর্গফুট (কমবেশি) উল্লেখ্য দলিল নং ০৪৬৬৬-২০০৫ সালের, সম্পত্তি শ্রী বিজয় কুমার জৈন (পাটনি) ৯৬ বছরের জন্য। **চৌহদ্দি : উত্তরে** প্রেমিসেসের খোলা জায়গা একতলা সমতল; **দক্ষিণে :** ৩য় তলের সকলের ব্যবহারের চলার পথ; **পূর্বে :** খোলা টেরেস ২য়তলের সমতল অনুযায়ী; **পশ্চিমে :** রুম নং ২০২।

আমরা পুনরায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে আপনারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন। [সাধারণ নিলামের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকেই বন্ধকদাতাদের জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধারের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে]।

আপনাদের বিশ্বস্ত
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএএমবি ১ শাখা কলকাতা (০৪১৫১)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৭.০৫.২০২৫

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৭.০৫.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৭.০৫.২০২৫** তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ বিক্রি করা হবে **৩১,৬৪,১৩৭.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ চৌষট্টি হাজার একশ সাঁয়ত্রিশ টাকা) ২৯.১২.২০২১ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ** সহ পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী গৌতম অধিকারী (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা :** ২৫ নং বিদ্যাসাগর রোড, চন্দশী ভবন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা-৭০০০৬৫ **এবং** প্রযত্নে সৌম্য শুভ্র দাস ‘‘দাস ভিলা’’ ৩০/১ ইউ/১, হরে কৃষ্ণ শেঠ লেন, সিঁথি কলকাতা-৭০০০৫০ **এবং** ‘‘প্রতিমা’’ ৭৫৪, শরৎ বোস রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৬৫ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১০৭ সামনের (উত্তর পূর্ব পশ্চিম) অংশে নাম পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০০ বর্গফুট কমবেশি , তিন বেড রুম,এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এবং এক ব্যালকনি উক্ত ভবনে , হোল্ডিং নং ৭৫৪,শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং ৫, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, এবং সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৬ ছটাক ১০ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবনে উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৩২৬- ২০১৯ সালের, সম্পত্তি গৌতম অধিকারীর নামে।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৮’-০” চওড়া প্রান্তিক সরণি রোড, দক্ষিণে : ৪ তলা ভবন অবস্থিত , পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক, পশ্চিমে : ১১ তলা ভবন অবস্থিত।
সংরক্ষিত মূল্য : **৩০,০০,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **৩,০০,০০০.০০ টাকা** ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ **১০,০০০.০০ টাকা**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০৫.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং ৯৭৪৮৮৭০৪৩৮

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৭.০৫.২০২৫** তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ বিক্রি করা হবে **১,০৫,২৪,০৮০.৭৩ টাকা (এক কোটি পাঁচ লাখ চব্বিশ হাজার আশি টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা) ০১.১১.২০০৭ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ** সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স গাঙ্গুলি ইলেক্ট্রনিকস, ঠিকানা -** ১৪৯/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড, মসজিদ মোড, কলকাতা - ৭০০০৪১ **শ্রী সৌমিক গাঙ্গুলি,** ছন্দনীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, ১৪ বাবু রাম ঘোষ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪০, **শ্রীমতী চন্দ্রা গাঙ্গুলি,** ছন্দনীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, ১৪ বাবু রাম ঘোষ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪০ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৪ কাঠা ৫ ছটাক, সুকান্ত পল্লি, মৌজা : হরিদেবপুর,জেএল নং ২৫,থানা : হরিদেবপুর, খতিয়ান নং ৬২০, আরএস নং ৩৫, আরএস দাগ নং ৯৫৩ এবং ৯৫৯ (অংশ), কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,উল্লেখ্য দলিল নং ৩৮২০-১৯৯৬ সালের সম্পত্তি **শ্রী তিমির গাঙ্গুলির নামে।**
সংরক্ষিত মূল্য : **২০,১৮,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা **২,০১,৮০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০ টাকা।**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০৫.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং ৯৭৪৮৮৭০৪৩৮

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ০৭.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাকিস্তানে বন্দি ভারতীয় জওয়ানকে দ্রুত দেশে ফেরানোর সওয়াল মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের হাতে বন্দি ভারতীয় জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউকে দ্রুত দেশে ফেরানোর জন্য সওয়াল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে নাম না, করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দেশের সীমান্তের দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

তবে দু'দিন আগে রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর সীমান্তে এক পাক রেঞ্জার বিএসএফের হাতে আটক হওয়ার পরে পূর্ণমকে মুক্তির ব্যাপারে পাকিস্তান আগ্রহ দেখাবে বলে আশাবাদী তাঁর পরিবার। এই পরিস্থিতিতে সোমবার মুর্শিদাবাদ রওনা হওয়ার আগে পূর্ণম ইস্যুতে হাওড়ার ডুমুরজলায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা খুবই দুঃখের বিষয়। ওঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের দলের তরফে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগাযোগ রাখছেন। আমাদের সরকারের তরফেও যোগাযোগ করা হচ্ছে। আমরা চাই, দ্রুত ওঁকে ফেরানো হোক।'

পূর্ণমকে ফেরানো নিয়ে কিছু দিন আগেই বিএসএফের ডিজির সঙ্গে কথা বলেছিলেন কল্যাণ। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর শীর্ষ কর্তারা আশাবাদী যে, পূর্ণমকে দ্রুত দেশে ফেরানো যাবে। যদিও এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি। পূর্ণমের স্ত্রী রজনী সাউ কিছুদিন আগেই পাঠানকোট এবং হিমাচল প্রদেশের কাংড়ায় গিয়ে বিএসএফ কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন। বিএসএফের প্রতিনিধিরাও পূর্ণমের বাড়িতে যান। খোদ মমতা এবার পূর্ণমকে ফেরানোর জন্য সওয়াল করায় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরে চাপ বাড়ল বলে তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন।

দেশের সুরক্ষার প্রশ্নে তৃণমূল যে সব সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের পাশে রয়েছে, তা এ দিন মমতা ফের স্পষ্ট করেন মমতা। পাশাপাশি নাম না করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেশের সীমান্তের দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শও দেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা কিংবা বৈদেশিক নিরাপত্তার বিষয়ে আমাদের দল কেন্দ্রের সঙ্গে রয়েছে। এই ক্ষেত্রে ডিভাইড অ্যান্ড রুল করবেন না।'

একই সঙ্গে পহেলগাঁওয়ে নিহত পর্যটকদের পরিবারকে জাস্টিস দেওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে মমতা বলেন, 'সাম্প্রদায়িক হিংসার বদলে সীমান্তে নজর দিন। ভারতের দিকে নজর দিন। ভারত আমাদের মাতৃভূমি, আমরা দেশকে ভালোবাসি। কোনও ডিজাস্টার থেকে দেশকে রক্ষা করুন। যাঁরা পরিজনদের হারিয়েছেন, তাঁদের জাস্টিস দিন।'

মুখ্যমন্ত্রী নাম না,করে শাহকে দেশের সীমান্তের দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়ায় এবং তাঁকে 'অ্যাক্টিং প্রাইম মিনিস্টার' বলে পরোক্ষে কটাক্ষ করায় পাল্টা মমতার সমালোচনা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভার বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, '(বাংলাদেশ) সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জমি চেয়েছে। আপনি আগে সেই জমি দিন। জাতীয় রাজনীতিতে উনি এখন অপ্রাসঙ্গিক। ক্ষমতা থাকলে দিল্লিতে সাউথ ব্লকের সামনে গিয়ে এই সব কথা বলুন।'

তৃণমূল প্রধানের ছেলে গ্রেপ্তার, পকসোয় মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবার নাবালিকা মেয়েকে বিয়ে করা ও তাকে বিষ খাইয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। তবে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে উঠে পড়ে লাগে দলেরই একাংশ। শেষমেশ তাকে গ্রেপ্তার করে আরামবাগ আদালতে তোলা হয়।

সূত্রের খবর, দু'দিনের জেল হেপাজত হয়েছে ওই গুনধর ছেলের। পুলিশের সুয়োমোটো অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয় এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্না কোটালের ছেলে রঞ্জিত কোটাল। মঙ্গলবার ধৃতকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। যদিও ধৃতের বিরুদ্ধে ঠিক কী কী অভিযোগ দায়ের হয়েছে তা নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ হুগলি জেলা পুলিশ। তবে সূত্রের খবর, পকসো ধারায় পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলের নামে মামলা করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গ্রামীণ হাওড়ার মানিক পীর এলাকার বাসিন্দা ১৭ বছরের নাবালিকার সঙ্গে প্রায় ৯ মাস আগে তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে রঞ্জিতের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই দু'জনের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত বলে এলাকা সূত্রে খবর। এরই মাঝে গত প্রায় এক মাস আগে শাবলসিংহপুরে পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে কীটনাশক পান করা অবস্থায় কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় ওই গৃহবধূকে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর তিনি মারা যান। আর এর পরেই নাবালিকাকে বিয়ে,আত্মহত্যায় প্ররোচনা সহ একাধিক মামলায় সুয়োমোটো অভিযোগ করে পুলিশ। তারপর থেকেই প্রায় ১ মাস পলাতক ছিল অভিযুক্ত।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার খানাকুল থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনায় ওই নাবালিকা গৃহবধূকে খুন করা হয় বলে দাবি তুলে সরব বিজেপি তারা দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি তুলেছেন। পাশাপাশি পঞ্চায়েত প্রধান কিভাবে নাবালিকা বিবাহে মদত দিচ্ছে তা নিয়েও সরব হয়েছে তারা। এই ঘটনার পর যথারীতি অস্বস্তি এড়াতে পারেনি তৃণমূল। ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটেছে তারা। এই বিষয়ে কোনও তৃণমূল নেতা কিছুই বলতে চাননি।

মন্দির-মসজিদে যাওয়া ঠিক করে না বিজেপি : দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: দিঘার মন্দিরে যাওয়া, মুর্শিদাবাদের হিংসার ঘটনা ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মহড়া সহ একগুচ্ছ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিলেন দিলীপ ঘোষ।

মঙ্গলবার খড়্গপুরে তিনি বলেন, 'দিঘার মন্দিরে যাওয়া নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলছেন। দলের মধ্যে যে সবাই একমত হবে এমনটা নয়। কে মন্দিরে যাবে আর কে মসজিদে যাবে বিজেপি তা ঠিক করে দেয় না। বিজেপিতে গণতন্ত্র আছে। এই দল সংবিধান মেনে চলে। কেউ কেউ ভুল প্রচার করছে। অক্ষয় তৃতীয়ায় অনেকেই অনেক প্রোগ্রাম করেছে। পার্টিকে জিজ্ঞাসা করে সেসব কেউ করে না। আমি গেছি সরকারের আমন্ত্রণে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। আজ অনেকে বগল বাজাচ্ছে বিজেপি ছাড়ার আন্দাজ করে। কিন্তু এবিষয়ে কোন চিন্তা করবেন না। দলের মধ্যে তেমন কিছুই হয়নি। নেতায় নেতায় গুলি চলেনি। মনে রাখতে হবে এটা বিজেপি। আমাদের দলে কেউ কেউ তাদের মত প্রকাশ করেছে। হয়তো তাদের ভালো লাগেনি। সে বিষয়টি পার্টি দেখবে। বিজেপি দলটা সমুদ্রের মতো। কত ঢেউ ওঠে, আবার সমুদ্রেই বিলীন হয়ে যায়। ঝগড়া বাধিয়ে দেবার জন্য টিএমসির এত লাফালাফি করার দরকার নেই। আর বিজেপিতে যারা আছেন তাদের ঘাবড়াবারও কোনও দরকার নেই। আসলে দলে কিছু বাজনদার আছে, তারা চিন্তিত। তারাই বিজেপির নীতি পলিসি ঠিক করে দিচ্ছে।' হিন্দু-মুসলিম, মন্দির -মসজিদ করছেন। এসব করার কে ঠেকা দিয়েছে তাদের? এই প্রশ্ন তোলে দিলীপ ঘোষ বলেন, কারও না কারও হয়ে বাজাতে চাইলে বাজাও। অসুবিধা কিছু নেই।

দিলীপ ঘোষ বলেন, উনিশ সালের আগে এত মিডিয়া এবং ইউটিউব ছিল না। এত নেতাও ছিল না। সাধারণ কর্মীদের চেষ্টায় ও সাধারণ মানুষের আশীর্বাদে বিজেপির ৪১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষ ও মিডিয়া বিজেপির পক্ষে রয়েছে। তাই কোনও টেনশন নেওয়ার দরকার নেই। বগল বাজানোরও দরকার নেই। বিজেপির লোক বিজেপিতেই রয়েছে। সাধারণ মানুষও বিজেপির সঙ্গেই রয়েছে।

কলকাতায় পুলিশ গিয়ে মুর্শিদাবাদের মৃতদের পরিবারকে কলকাতা হাইকোর্টে যাওয়ার আগে হাইজ্যাক করার চেষ্টা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, মমতা ব্যানার্জি সেটাই চাইছেন। যে ভাবে আরজিকরের সত্য ঘটনা চাপা দিয়েছেন, সে ভাবেই মুর্শিদাবাদের ঘটনাও চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। মুর্শিদাবাদের হিংসার নেপথ্যে বহিরাগতরা রয়েছে এবং এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে নিশানায় রেখে কথা বলছেন, এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বিজেপিকে নিশানা করে লাভ নেই। বিজেপি সেখানে কোথায় ছিল। আমি তো তখন ফারাক্কায় ছিলাম। রাতে এসে সব দৃশ্য দেখেছি। মমতা ব্যানার্জি যদি মুর্শিদাবাদের ঘটনাকে বড় ঘটনা বলে মনে করেন তা হলে কেন সঠিক তদন্ত করছেন না? কী কারণে এত বাড়িঘর নষ্ট হল, এত লোক ঘর ছাড়া হল, দুটো মানুষের প্রাণ গেল, তা তদন্ত করে সত্যটা সামনে আনবেন না কেন? আসলে সত্য ঘটনা সামনে এলে উনার পার্টির লোকজনের এবং তার নিজের নামও জড়িয়ে যাবে।'

বঙ্গ বিজেপির মঙ্গলবারের সভায় উপস্থিত থাকার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'দলের আমি কোনও কমিটিতে নেই। কোর কমিটিতে রয়েছি। সেখানে মিটিং হলে আমাকে ডাকা হয়, আমি যাই। সেখানে আমাকে যা কাজ করতে বলা হয় তা আমি করি। কমিটির নির্দেশ মতোই জেলায় জেলায় মেম্বারশিপের কাজ করেছি। মুর্শিদাবাদের আন্দোলনে আমাকেই পাঠানো হয়েছিল। মালদায়ও সভা করেছি। যে কাজে যোগ্য মনে করে পার্টি দায়িত্ব দেয় সেই কাজ করার চেষ্টা করি।'

এদিন যুদ্ধের মহড়া প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, কোভিড পর্বে সমগ্র ভারতবাসী যেভাবে লড়াই করেছি তেমনই সবাইকে এক হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। ভারত সরকার সমগ্র দেশবাসীকে নিয়েই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমনের লড়াই করবে।

জলের দাবিতে অবরোধ-বিক্ষোভ স্থানীয় মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া শহর লাগোয়া বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের শালবনি গ্রামে জলের সঙ্কট নতুন নয়। এলাকার জলসঙ্কট মেটাতে বছর তিনেক আগে গ্রামে বসানো হয় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের পাইপ লাইন। বাড়িতে বাড়িতে পাইপ লাইনের সংযোগ দিয়ে বসানো হয় কল। কিন্তু সেই কল দিয়ে গত কয়েকবছরে জল পড়েনি এক ফোঁটাও। এলাকায় একাধিক টিউবওয়েল থাকলেও সেই টিউবওয়েলের জল পানের অযোগ্য। স্বাভাবিকভাবেই গ্রীষ্ম পড়তেই গ্রামে সামান্য পানীয় জলের জন্য শুরু হয়েছে তীব্র হাহাকার। প্রায় দু' কিমি দূর থেকে গ্রামের মানুষকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে গৃহস্থের প্রয়োজনীয় পানীয় জল। জলের সমস্যার কথা জানিয়ে তা সমাধানের দাবীতে স্থানীয়রা বারংবার দ্বারস্থ হয়েছেন পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতি এমনকি বিডিও অফিসেরও। কিন্তু পরিস্থিতির বদল না হওয়ায় মঙ্গলবার সকালে হাঁড়ি কলসি নিয়ে শালবনি মোড়ে নেমে আসেন স্থানীয় মহিলারা। বাঁকুড়া পুরুলিয়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। খবর পেয়ে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ অবরোধস্থলে পৌঁছে অবরোধ তোলার চেষ্টা করলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান অবরোধকারীরা। অবরোধকারীদের দাবি, যতক্ষণ পর্যন্ত না জল সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

বিকাশরঞ্জনকে আক্রমণ প্রতিবাদ বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গত ২৫ তারিখ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের ওপর আক্রমণ করার প্রতিবাদ জানালো বর্ধমান জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন।

এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মৌন প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। এদিন এই মিছিলে আদালতের আইনজীবীরা ফেস্টুন পোস্টার নিয়ে আদালত চত্বরে মৌন প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সদন তা জানিয়েছেন, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সহ আরও একাধিক আইনজীবীর উপর যে হামলার ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। পেশাগত কারণে যারা কাজ করছেন তাদের উপরে এই হামলা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। যে বা যারা এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। পাশাপাশি বিচারকের রায় কারো পছন্দ হতেও পারে, নাও হতে পারে। তা বলে আইনজীবীদের ওপর আক্রমণ তা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি।

এই মৌন ধিক্কার মিছিলের মাধ্যমে তারা সেই সকল ব্যক্তিদের বার্তা দিয়েছেন যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাদের আগামী ভবিষ্যৎ অত্যন্ত খারাপ। অতীতের কথা ভেবে বর্তমানকে মানিয়ে চলতে হবে না হলে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ আগামী দিনের খারাপ হতে চলেছে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি হল নীরবে প্রতিবাদ করা। তাঁরা সকলেই আইনজীবী। তাই তাঁরা শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ চালিয়েছেন আগামী দিনেও একইভাবে তাঁরা প্রতিবাদ জানাবেন।

দাবিমতো পণ না মেলায় বধূকে অ্যাসিড খাইয়ে খুনের অভিযোগ

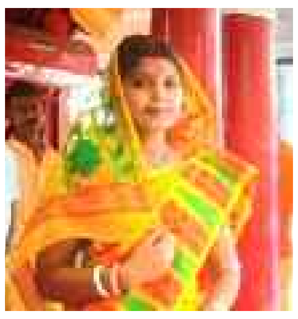

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দাবি মতো পাঁচ লক্ষ টাকা পণ দিতে না পারায় এক গৃহবধূকে অ্যাসিড খাইয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি লোকেদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে, পুরাতন মালদা থানার মৌলপুর লেবুবাগান এলাকায়। এই ঘটনায় স্বামী সহ শশুর বাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মৃতা গৃহবধূর পরিবার। পুলিশ অভিযুক্ত জামাই প্রশান্ত পালকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম গৌরী পাল (২২)। গত তিন বছর আগে দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী থানার হরিপুর এলাকার বাসিন্দা ওই গৃহবধুর বিয়ে হয়েছিল পুরাতন মালদা থানার মৌলপুর লেবুবাগান এলাকার বাসিন্দা প্রশান্ত পালের সাথে। বর্তমানে তাদের দুই বছরের এক কন্যা সন্তান রয়েছে। মৃত গৃহবধূর এক মামা পরিতোষ পাল জানিয়েছেন, ভাগ্নির বিয়ের সময় এক লক্ষ টাকা পণ হিসাবে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরও প্রতিনিয়ত টাকার জন্য চাপ দেওয়া হতো ওই গৃহবধূকে। এমনকি ওই গৃহবধূ ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে আবার গৃহবধুর বাবার বাড়ি থেকে এক লক্ষ টাকা পণ দেওয়া হলে স্বামী প্রশান্ত পাল ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে তার স্ত্রীকে। এরই মধ্যে আবার পাঁচ লক্ষ টাকা পণ দাবি করে প্রশান্ত পাল বলে অভিযোগ। টাকা না দিলে খুনের হুমকি দেওয়া হত। অভিযোগ সেই টাকা না পেয়েই এদিন ওই গৃহবধূকে অ্যাসিড খাইয়ে স্বামী সহ বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা খুন করেছে।

পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকে পলাতক শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। অভিযুক্ত জামাই গ্রেপ্তার হয়েছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কাঁকসায় পৃথক দু'টি দুঘটনায় মৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মঙ্গলবার পৃথক দু'টি সড়ক দুঘটনায় ঘটে কাঁকসায়। প্রথমটি ঘটে পানাগড় গ্রাম মোড়ের কাছে ১৯নম্বর জাতীয় সড়কে। এদিন ভোরবেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর উলটে যায় একটি মাছ ভর্তি পিকআপ ভ্যান। পিকআপ ভ্যানটি ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বর্ধমানের দিক থেকে দুর্গাপুরের দিকে যাওয়ার সময় পানাগড় গ্রাম মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর উলটে যায়। পিকআপ ভ্যানে থাকা ৬জন অল্পবিস্তর আহত হয়।অন্যদিকে গাড়িতে থাকা মাছ রাস্তার ওপর ছড়িয়ে গেলে স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে লুঠপাঠ চালায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হলে কাঁকসা থানার পুলিশ ক্রেনের সাহায্যে গাড়িটিকে অন্যত্র সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

অন্যদিকে এদিন পানাগড় বাইপাসে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর। মৃতের নাম বিনোদ সাউ(৩৭)। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪পরগনার খরদহে।দুঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিকট একটা শব্দ শুনে সবাই এসে দেখেন এক বাইক আরোহী রাস্তায় পড়ে রয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে কোনও বড় গাড়ি ওই বাইক আরোহীকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক আরোহীর। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি দুঘটনাগ্রস্থ বাইক টিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপশি মৃতের পরিবারকে খবর দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি একটি ঠিকা সংস্থায় কাজ করতেন। কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পঞ্চায়েতের সই-সিল জাল, প্রধানের নামে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধৃত পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, শাসন: শাসনের দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানের স্বামী বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য গ্রেপ্তার। পঞ্চায়েত সদস্য অন্যান্য পঞ্চায়েতের সই সিল জাল করে পঞ্চায়েত প্রধানের নামে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একাধিক প্রশাসনিক দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি, পঞ্চায়েত প্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত তার দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আনতেই চক্রান্ত করে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। আর যা নিয়ে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব একেবারে প্রকাশ্যে।

শাসনের দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী বর্তমান তিনি পঞ্চায়েত সদস্য, তাঁকে গ্রেপ্তার করল শাসন থানার পুলিশ। অভিযোগ দাদপুর পঞ্চায়েত প্রধান মনিরুল ইসলাম একাধিক দুর্নীতি করেছে। এই অভিযোগ তুলে বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ ইন্তাজুল দাদপুর পঞ্চায়েতের আরও তিন পঞ্চায়েত সদস্যের সই জাল করে বর্তমান প্রধানের নামে অভিযোগ দায়ের করে একাধিক প্রশাসনিক দপ্তরে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নামে প্রশাসন। পরবর্তীকালে এক পঞ্চায়েত সদস্য ফজলুর রহমান অভিযোগ করেন তার সই সিল প্যাড জাল করে অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি বিষয়টি পরে জানতে পারেন। বিষয়টি জানার পরই তিনি শাসন থানায় পঞ্চায়েত সদস্য মোহাম্মদ ইন্তাজুলের নামে অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেপ্তার করে শাসন থানার পুলিশ।

অন্যদিকে পঞ্চায়েত সদস্য মোহাম্মদ ইন্তাজুলের দাবি, বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান একাধিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি এলাকায় কোনও কাজ করেন না। টাকার বিনিময়ে তিনি কাজ করেন। তা নিয়ে তিনি সোচ্চার হওয়াতেই তাতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে, মিথ্যা অভিযোগ করিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান শাসন থানার পুলিশকে দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়েছেন।

ভাইকে পিটিয়ে খুনে অভিযুক্ত দাদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: দুই পরিবারের সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, হাতাহাতি। অভিযোগ, ভাইকে পিটিয়ে খুন দাদার। ঘটনাটি ঘটেছে দত্তপুকুর থানার জয়পুল পশ্চিম পাড়ার ঘোষ পরিবারে। পরিবারের দুই ভাইয়ের মধ্যে অশান্তির জেরে মৃত্যু হল ভাই সুদিন ঘোষের।

অভিযোগ, সুদিন ঘোষের জমিতে তাঁর দাদা লক্ষণ ঘোষ একটি শৌচালয় করতে আসেন। সেই কাজে সুদিন ঘোষ এবং তার পরিবার বাধা দিতে গেলে বেধড়ক মারধর করা হয় সুদিন ঘোষ এবং তাঁর বড় ছেলেকে। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রতিবেশী এবং তাঁর পরিবার বারাসাত মেডিক্যাল কলেজে তাঁকে নিয়ে আসে। এরপর সোমবার রাতে বারাসাত মেডিকেল কলেজে মৃত্যু হয় সুদিন ঘোষ। পারিবারিক অশান্তির জেরে এই মৃত্যু। প্রতিবেশীরা বলেন, দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর যাবত এই দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তি চলছিল। অভিযুক্ত লক্ষণ ঘোষ ঝামেলা করত নিহতের পরিবারের সঙ্গে। প্রতিবাদ করতে আসলে মারধর করা হতো। এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে একাধিকবার। সুদিন ঘোষের মৃত্যুর পর পুলিশ তৎপর হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারও করেছে।

আড়াই বছর পানীয়ের সঙ্কট, দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: চলতি গ্রীষ্মের মরশুমে পানীয় জলের সঙ্কটে ভুগছে ইন্দাসের রোল হাটতলা এলাকা। দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে এই পানীয় জলসঙ্কটে ভুগছেন বলে ওই এলাকার মানুষের দাবি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে জন স্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের উদ্যোগে রোল হাট তলায় 'সৌর বিদ্যুৎ চালিত জল প্রকল্পে'র সূচনা হয়। ওখান থেকে সপ্তাহে তিন দিন হাটে আসা ক্রেতা-বিক্রেতা, স্থানীয় মানুষ থেকে গ্রামের ডাকঘরে আসা গ্রাহক সাধারণ জল পান করতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন তা 'অচল'। 'মেরামতি'র নামে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে 'মেশিনপত্র তুলে নিয়ে যাওয়া' হলেও তা আর ফেরৎ আসেনি বলে স্থানীয়দের দাবি। বিষয়টি জানিয়ে তারা ইতিমধ্যে 'দিদিকে বলো'তে অভিযোগ জানিয়েছেন বলে জানান।

রোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা বাগের দাবি, বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না। আপনাদের কাছেই শুনলাম। সমস্যা সমাধানে তিনি দ্রুত উদ্যোগী হবেন বলেও জানান।

নিকাশির উন্নয়নে বিডিওকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে কাঁকসার রেলপাড় ট্যাঙ্কি তলা,রেলপার সহ আশেপাশের এলাকা। প্রতি বছর বর্ষার সময় নিকাশিনালা বেহাল থাকার কারণে জলমগ্ন হয়ে পড়ে ওই সমস্ত এলাকা। বাড়ির ভিতরে ঢুকতে শুরু করে জল।চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় এলাকার মানুষকে। বিগত দিনগুলিতে পড়া সমস্যার অভিজ্ঞতা থেকেই বর্ষার আগে নিকাশিনালাগুলি সংস্কার করার পাশাপাশি নিয়মিত সাফাই করার দাবি সহ নিকাশিনালার সমস্যার বিষয়ে ৬টি দাবি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন এলাকার মানুষ।

তাঁদের দাবি, সামনেই বর্ষাকাল। এই বর্ষাকাল আসলেই বৃষ্টির জলের সঙ্গে নিকাশিনালার জল ঢুকে যায় বাড়ির ভিতরে। নিকাশিনালাগুলি সাফাই হয় না নিয়মিত। এছাড়াও প্রধান নিকাশিনালাগুলি গভীর না হওয়ায় আরও সমস্যা দেখা দেয়। তাই বর্ষার আগে যাতে দ্রুত সমস্যা সমাধান হয় এই বিষয়ে এদিন এলাকার মানুষ কাঁকসার বিডিও, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে এলাকার মানুষ ডেপুটেশন দেন। যদিও এদিন কাঁকসার বিডিওর নির্দেশমতো এলাকা পরিদর্শনের জন্য পঞ্চায়েত থেকে একটি দল ওই এলাকায় গিয়ে এলাকা পরিদর্শন করেন। যাতে দ্রুত কাজ শুরু করে সমস্যা সমাধান করা যায় তার আশ্বাস দিয়েছেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

হনুমান মন্দিরের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: মঙ্গলবার পশু প্রেম ও ভক্তির মিশেলে অনন্য নজির দেখলো শ্যামপুরবাসী। মৃত হনুমানের সমাধির ওপর নির্মাণ করা মন্দিরের উদ্বোধন করলেন খোদ শ্যামপুরের বিধায়ক কালিপদ মণ্ডল। জানা গিয়েছে গত লোকসভা নির্বাচনের সময় ৬ মে শ্যামপুরের রাধাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাউলিয়া গ্রামে একটি হনুমান অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অনেক চেষ্টা করে ও গ্রামের কয়েকজন তাকে বাঁচাতে পারেনি। পরে তাকে যথোচিত মর্যাদায় সমাধিস্থ করে গ্রামবাসীরা। এরপর কিছুদিন আগে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা ও পুরোহিতের মতামত নিয়ে তৈরি হয় হনুমান মূর্তি ও মন্দির। মঙ্গলবার সেই মন্দিরের উদ্বোধন করলেন শ্যামপুরের বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান কালীপদ মণ্ডল। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বরূপ জানা জানিয়েছেন, 'হনুমান মৃত্যুর ঘটনা এলাকার মানুষের আবেগ হয়ে উঠেছিল। সেটিকে সম্মান জানানো হয়েছে।' বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল জানান, 'এই আবেগকে সম্মান জানাতে পেরে ভালো লাগছে।'

ইসকনে মহা সাড়ম্বরে চন্দন যাত্রা উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: তীব্র দাবদাহে যখন নাজেহাল জনজীবন। প্রখর এই গ্রীষ্মের বৈশাখে গরমে কষ্ট পান স্বয়ং ভগবানও। আর এই গরম থেকে ভগবানকে স্বস্তি দিতে মন্দিরের বিগ্রহের শরীরে চন্দন লেপন করা হয় প্রতিদিন। অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু হওয়া এই চন্দন যাত্রা চলবে ২১ দিনব্যাপী।

চন্দন লেপে তাঁকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টার সঙ্গে মায়াপুর ইসকনের প্রভুপাদ সমাধি মন্দিরের পুস্করিণীতে পঙ্খিরাজ নৌকোয় করে চারিদিক প্রদক্ষিণ করানো হয় স্বয়ং ভগবানের মূর্তিকে। বিশ্বের সমস্ত ইসকন মন্দিরেই একই যোগে চলে এই চন্দন যাত্রা উৎসব। প্রতিদিন বিকেল হলেই মায়াপুর চন্দ্রদয় মন্দির থেকে সংকীর্তন শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে কাঁধে চড়িয়ে বিগ্রহকে নিয়ে আসা হয় প্রভুপাদ সমাধি মন্দিরের পুস্করিণীতে। সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খী নৌকোয় চলে নৌকা বিহার। গোটা পুস্করিণী প্রদক্ষিণ করিয়ে দোল দেওয়া হয় ভগবানকে।

পুরীর নরেন্দ্র সরোবর থেকে শুরু হওয়া এই চন্দন যাত্রা আজও রীতি ও প্রথা মেনে পালিত হয় মায়াপুর ইসকন মন্দিরে। খোলা আকাশে মুক্ত বাতাসে এই চন্দন যাত্রা উৎসব মানুষ সহ ভগবানকে স্বস্তি এনে দেয়। এই চন্দন যাত্রা উৎসব দেখতে মায়াপুরে প্রতিদিন বিকেলে হাজার হাজার দেশি ও বিদেশি ভক্তর সমাগম হয় মায়াপুর প্রভুপাদ সমাধি মন্দিরে। প্রতিদিন বিকেলে দেশ ও বিদেশের হাজার হাজার ভক্তদের সমাগমে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে মায়াপুর ইসকন। প্রতিদিন ইসকনের ভক্তরা বাড়ি থেকে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন রকমারি মেনু তৈরি করে এনে ভোগ অর্পণ করে রাধামাধবকে।

প্রবল গরমে যখন সবাই বিপর্যস্ত, তখন এই চন্দন যাত্রা স্বস্তি ও শান্তি এনে দেয় ঈশ্বর তথা ভগবানকে। আর বাইরের আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে এদিন সমাগত হন বহু মানুষ। প্রত্যেকদিন বিকেল হলেই মায়াপুর ইসকনের প্রভুপাদ মন্দিরে এ যেন এক নতুন উৎসব।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে মুম্বই বধ

প্লেঅফের দোরগোড়ায় গুজরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি: হার না মানা মানসিকতা। যে কোনও চ্যাম্পিয়ন দলের এটাই মূল শক্তি। সেই শক্তিই মঙ্গলবার ওয়াংখেড়েতে পূর্ণরূপে প্রদর্শন করল শুভমান গিলের গুজরাট টাইটান্স। টানটান ম্যাচে স্নায়ুর চাপ সামলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে পৌঁছে গেল গুজরাট। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে গুজরাট জিতল ৩ উইকেটে।

এদিন মেঘাচ্ছন্ন ওয়াংখেড়েতে টস জিতে প্রত্যাশিতভাবেই প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় গুজরাট টাইটান্স। শুরুতে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা বিশ্রী হয় মুম্বইয়ের। দুই ওপেনার রিকেলটন এবং রোহিত প্যাভিলিয়নে ফেরেন মাত্র ২৫ রানে। তবে দুই ওপেনারের উইকেটের পর জুটি বেঁধে মুম্বইকে একশোর কাছাকাছি পৌঁছে দেন সূর্যকুমার যাদব এবং উইল জ্যাকস। সূর্য ৩৫ রানে আউট হলেও জ্যাকস(৫৩) অর্ধশতরান করেন। কিন্তু দুই সেট ব্যাটার আউট হতেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে মুম্বই। একে একে দ্রুত ফিরে যান তিলক বর্মা (৭), হার্দিক পাণ্ডিয়া (১) এবং নমন ধীর (৭)। পরপর উইকেট খুইয়ে চাপে পড়া মুম্বইকে চমকপ্রদভাবে দেড়শোর ওপারে পৌঁছে দেন কেভিন বস্ক। ২২ বলে ২৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন তিনি। মুম্বই ইনিংস শেষ হয় ৮ উইকেটে ১৫৫ রানে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা গুজরাটেরও ভালো হয়নি। দ্বিতীয় ওভারে ফর্মে থাকা ওপেনার সুদর্শন মাত্র ৫ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। এরপর অধিনায়ক শুভমান গিল এবং জস বাটলার ইনিংসের হাল ধরলেও সেভাবে রানের গতি বাড়াতে পারেননি তাঁরা। পাওয়ার প্লের শেষে দলের রান ছিল মাত্র ২৯। তবে দুই অভিজ্ঞ ব্যাটারের জুটিতে ইনিংসের ভিত শক্ত হয়। ২৭ বলে ৩০ রান করেন বাটলার। তাঁর উইকেটের পর সেরফান রাদারফোর্ড এসে ম্যাচের গতি পালটে দেন। রাদারফোর্ড ১৫ বলে ২৮ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। কিন্তু অপরপ্রান্তে অধিনায়ক গিল ব্যাট করলেন একশোরও কম স্ট্রাইক রেটে। তিনি ৪৬ বলে ৪৩ রান করলেন। যার ফলে চাপ পড়ে গেল লোয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটারদের উপর। সেই সঙ্গে বৃষ্টির ভ্রূকুটি এবং বুমরাহ-বোল্টদের আতঙ্ক। শেষদিকে গুজরাটের ব্যাটাররা চাপের মুখে চুপসে গেলেন। বৃষ্টিতে যখন খেলা বন্ধ হল তখন গুজরাটের স্কোর ১৮ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩২ রান। শেষ দুওভারে দরকার ছিল ২৪ রান। সেসময় ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে গুজরাট ৪ রানে পিছিয়ে ছিল।

বাগানে দু’পক্ষের লড়াইয়ের রেশ ছড়িয়ে পড়ল সমাজ মাধ্যমেও

নিজস্ব প্রতিনিধি: এটাই স্বাভাবিক এই যুগে। বাগানে বোস বনাম দত্ত লড়াইয়ের আঁচ যে ছড়িয়ে পড়বে সমাজ মাধ্যমে সেটাই স্বাভাবিক। দু’পক্ষই জায়গায় জায়গায় সভা শুরু করে দিয়েছে বাগান নির্বাচন ঘিরে। তারমধ্যেই টুটু বসু বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে নিজের স্বভাবমতোই গর্জন করেছেন। তোপ দেগেছেন বিরোধী ভেবে নেওয়া সচিব দেবাশিস দত্তের।বাগান সচিবও কার্যকরী কমিটির জরুরী সভা ডেকে জানিয়ে দিয়েছেন, মোহনবাগানে টুটু বসুই এখনও সভাপতি। তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি। সমাজ মাধ্যম এসব দেখে চুপ থাকেনি। কারণ, নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারাও দু’পক্ষ হয়ে গিয়েছে। দেবাশিস দত্তের হয়ে একদল টুটু বসুর নিন্দেয় সরব, অন্যপক্ষ দেবাশিস দত্তকেই ছিছি করছে। সৃঞ্জয় ঘনিষ্ঠ ও অনুরাগী এক সমর্থক ফেসবুকে লেখেন, আমাদের মাতৃসমা ক্লাব মোহনবাগানের ২০২১ সালের ডিসেম্বরে সৃঞ্জয় বোস সরে যাবার পর থেকে ওয়েবসাইট নেই! আজ ৩বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেলো কিন্তু সিলেক্টেড সচিব ওয়েবসাইট বানাতে ব্যর্থ। সৃঞ্জয় বোসের সময় অসাধারণ ওয়েবসাইট ছিলো যা প্রতিনিয়ত মেইনটেইন করা হতো, মোহনবাগান সম্পর্কে সমস্ত ইতিহাস থেকে বর্তমান সব সেইখানে পাওয়া যেতো, ছিলো অসামান্য এক আর্কাইভ। দেবাশিস দত্তের আমলে সব আইওয়াশ কাজ হয় এটাই তার চরম প্রমাণ। সাব স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি বা এটিকের বাতিল সরঞ্জাম এনে জিম করাই যায় কিন্তু একটা কাজের মতন কাজ হয়না।আরে কর্তা ওয়েবসাইট করতে তো খাটনি আছে মুখে মুখে হয়না। তারপরই স্লোগান তোলেন, বোস-এ বিশাল বিশ্বাস, দত্তে ওঠে নাভিশ্বাস। তারই পাল্টা দিতে ছাড়েনি দেবাশিসের অনুরাগীরা। তারাও ফেসবুকেই জবাব দিয়েছে। লিখেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বড়সড় ফ্যানস ক্লাবের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যে মোহন বাগান ক্লাবের নাকি কোনো অফিসিয়াল ওয়েবসাইট নেই। এই ধরনের ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, বরং আমাদের মায়ের সমান প্রিয় ক্লাব মোহন বাগান,এর সম্মানকেও ক্ষুণ্ন করে। আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই ; মোহন বাগান ক্লাবের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অবশ্যই আছে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ক্লাবের যাবতীয় তথ্য, সংবাদ, ইভেন্ট, সদস্যপদ সংক্রান্ত নোটিস ও ক্লাবের বিভিন্ন কার্যকলাপ সকলেই জানতে পারেন। সুতরাং, যারা বলে ক্লাবের কোনো অফিসিয়াল ওয়েবসাইট নেই ; তারা হয় ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। আমরা সবাই জানি ; মোহন বাগান কোনো সাধারণ নাম নয়। এটি এক আবেগ, এক ইতিহাস, এক প্রজন্মের ভালোবাসা। এই ক্লাবের নাম নিয়ে যদি আজ কেউ রাজনৈতিক স্বার্থে খেলা করতে চায়, বা পদলালসায় অন্ধ হয়ে এই ক্লাবের সুনামকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চায়, তাহলে আমরা চুপ করে থাকব না। আমরা এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা চাই সবাই বুঝুক ; মোহন বাগান কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটা আমাদের জাতীয় গর্ব।

বাগানে বোস বনাম দত্তের নির্বাচনী লড়াইয়ে সমাজ মাধ্যমে দু’পক্ষের অনুরাগীদের লড়াই শুরু।

মাহি আবেগে ভাসতে রাজি ইডেন, প্রশ্ন একটাই খেলবেন তো!

ঘরের মাঠেও ধোনির জন্য গ্যালারির গর্জন সামলে জিততে মরিয়া নাইটরা

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

মহেন্দ্র সিং ধোনি নামটাই যথেষ্ট। তেতাল্লিশ পূর্ণ করে চুয়াল্লিশে পড়তে চলেছেন। ব্যাটে রান নেই। দলও এবার তলানিতে। সবার আগে প্লে অফ থেকে ছিটকে গেছে চেন্নাই সুপার কিংস। তবু ধোনির জনপ্রিয়তায় কোনও ভাটা পড়েনি। মঙ্গলবার বিকেলের ইডেন তারই প্রমাণ। ক্লাব হাইজের বাইরে চেন্নাই সুপার কিংসের বাস আসতেই হইচই। একবার, একঝলক ধোনিকে দেখার জন্য অপেক্ষায় যে ছিলেন ভক্তরা। কিন্তু সোমবার যেমন নিরাশ করেছেন, তেমন মঙ্গলবারও নিরাশ দর্শকরা। ধোনির দেখা নেই। এটাই হয়তো বাইশ গজে শেষবার ধোনিকে দেখার সুযোগ। পরের আইপিএলে খেলবেন কিনা জানা নেই। তাই আট থেকে আশি, সব ধরনের সমর্থক ভিড় করে ইডেন চত্বরের বাইরে। টিকিট পাওয়ার জন্যও ছিল ব্যাকুলতা। অন্যদিকে, চেন্নাইয়ের কাছে হারানোর যেমন কিছু নেই, তেমনই মরণ বাঁচন লড়াই কলকাতা নাইট রাইডার্সের। প্লে অফের স্বপ্ন বজায় রাখতে গেলে এই ম্যাচে চেন্নাইকে হারাতেই হবে সবার আগে।আর কোনও অঙ্ক নেই। ম্যাচের আগে দু-দিন প্র্যাক্টিস করল চেন্নাই সুপার কিংস। কিন্তু ধোনি করেননি। তাতে অনেকেরই মনে প্রশ্ন, আদৌ কি ইডেনে খেলতে নামবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি? চেন্নাই সুপার কিংসের বোলিং কোচ এরিক সিমন্স বলেন, ‘ধোনি নিজের মতো নিজেকে প্রস্তুত রাখে। ও জানে কী ভাবে নিজেকে তৈরি রাখতে হয়। এটাই ওর প্রিপারেশন।’ চেন্নাই সুপার কিংস প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে। তবে বাকি ম্যাচের তাতে গুরুত্ব কমছে না, এমনটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন চেন্নাইয়ের বোলিং কোচ। তাই মনে করা হচ্ছে, প্র্যাক্টিসে না এলেও ধোনি খেলবেন, নতুনদেরও সুযোগ দেবেন। সিমন্স আরও বলেন, ‘ধোনি একজন এমন ক্রিকেটার যে তরুণ তুর্কিদের কাছে ইনফ্লুয়েন্সার। আপনারা ওকে ক্রিকেটার হিসেবে দেখেন। কিন্তু ও শুধুমাত্র একজন ক্রিকেটার নন। দলের মধ্যে সব সময়ই ওর ভূমিকা কাজ করে। মাঝপথে নেতৃত্বের ভার নিলেও তাতে কোনও অসুবিধা নেই। আমাদের প্লে অফে ওঠার আশা না থাকলেও, আমরা নিজেদের কাজ এবং লক্ষ্যতে সচেষ্ট থাকব। গুরুত্ব সহকারেই এই ম্যাচে মাঠে নামব।’ যদি ধোনি পরের বছরও খেলেন, তা হলে তাঁর বয়স সেই সময় দাঁড়াবে ৪৪। এবারই তেতাল্লিশ বছর বয়সে তাঁর খেলা চালিয়ে যাওয়া নিয়ে ক্রিকেটমহলের একাংশ জোরালো প্রশ্ন তুলছে। মনে করা হচ্ছে, ধোনি খেললেও এটাই ইডেনে শেষ ম্যাচ হতে পারে। ধোনি খেললে ইডেন যে হলুদ ক্ষেত হয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য। তারজন্য প্রস্তুতও রয়েছে কেকেআর। নাইটদের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত বললেন, ‘আমরা গ্যালারির আওয়াজে কান দিই না। ক্রিকেটারদের বলাই আছে, খেলায় মনোনিবেশ করো।’ ম্যাচের দিন পূর্বাভাস রয়েছে ঝড়-বৃষ্টির। ফলে, যে কোনও সময় অঙ্ক জটিল হতেই পারে। যাই হোক না কেন, ঘরের মাঠে জয়ের ছন্দ হারাতে কিছুতেই রাজি নয় কেকেআর। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত বলেন, ‘আমাদের যে পরিকল্পনা আছে, তা সঠিক সময় প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিপক্ষ কে, তা নিয়ে ভাবছি না। সাফল্য টাকে ধরে রাখতে হবে। অতীতে কী হয়েছে ভাবতে চাই না। ম্যাচ ধরে এগোতে চাই। এটাই গুরুত্বপূর্ণ।’

ধোনি আসেননি, মঙ্গলবার ইডেনে নিজেকে ঝালিয়ে নিলেন রবীন্দ্র জাদেজা।

বাংলার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের স্বপ্নপূরণে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কেকেআর। সেই প্রজেক্টের নাম, সাহসী রানি। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে নামার আগে কলকাতা নাইট রাইডার্স অনুশীলনে বিশেষ কিট উৎসর্গ করল তাদের জন্যই।

পিচ হতে পারে ফ্যাক্টর, মরণ বাঁচন ম্যাচে বরুণ চক্রবর্তীরা নিজেদের মহড়া সেরে নিলেন।

ইডেনে থাকবেন চেন্নাইয়ের সুপার ফ্যান সারাভানন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল তৈরি করেছে ক্রিকেট ভক্ত। যারা ক্রিকেটকে ভালবেসে খেলা দেখেন। তেমনই এক ভক্ত, সারাভানন হরি। চেন্নাই সুপার কিংসের খেলা হলেই তিনি হাজির। বছরের পর বছর আইপিএলের ম্যাচে সিএসকে-কে সমর্থন করে আসছেন। ইডেনে ধোনির ম্যাচও মিস করবেন না। চেন্নাই থেকে ট্রেন ধরে আসছেন কলকাতায়। আজকের ম্যাচে হাজির থাকবেন ইডেনে।

বাংলায় কি খেলতে দেখা যাবে বৈভবকে?

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৈভব সূর্যবংশী কি বিহার ছাড়ছে? আইপিএলের মাঝেই জল্পনা বেড়ে গেল। বিহার থেকে আগেও অনেক দুর্দান্ত ক্রিকেটার উঠে এসেছেন, কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার হয়ে খেলতে হলে তাদের বিহার ছাড়তে হয়েছে। তাহলে কি বৈভব সূর্যবংশীও এখন একই পথ অনুসরণ করবে? আর এই কারণেই কি ১৪ বছরের কিশোর বিহার ছেড়ে যাবে? হঠাৎ করে কেন বৈভবের বিহার ছাড়া নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে। বিহার ছাড়লে কোথায় খেলতে পারেন বৈভব, এই জল্পনায় বাংলার নামও উঠে এসেছে। এক সূত্রের খবর, সিএবি বৈভব সূর্যবংশীর প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে। শুধু সিএবি নয়, তামিলনাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও বৈভবকে তাদের রাজ্য দলে খেলাতে আগ্রহী। আর এর পর থেকেই তার বিহার ছাড়া নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। বৈভব সূর্যবংশী বিহার ছেড়ে যাবে কিনা, সে বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানা যায়নি। খবর অনুযায়ী, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এবং তামিলনাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বৈভবকে রাজ্য দলে নিতে মুখিয়ে রয়েছে। বৈভবের কোচও চান, বিহারের বাইরে বের হোক তাঁর ছাত্র।

বাংলায় কি খেলতে পারেন বৈভব? আইপিএলের মাঝেই জল্পনা।

E-TENDER
Tenders are invited by the Prodhan, Patharghata-I Gram Panchayat (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Maliapota, Nadia. **NIT NO. 1e of 2025-26, 2/15thFC Untitled of 2025-26, 3/15th FC Untied of 2025-26, 4/15th FC Tied of 2025-26.** Last date of submission accordingly **13.05.2025 upto 10a.m. & 10.05.2025 up 2p.m.**
Sd/- Prodhan,
Patharghata-I Gram Panchayat.

Notice Inviting e-Tender
NIT No.: JOY2/03 of 2025-26, Date: 30.04.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-Tender of 7 nos. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_841302_1 to 2025_ZPHD_841302_7** and Last Date of Bid Submission is **13.05.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender
NIT No.: JOY2/02 of 2025-26, Date: 28.04.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-Tender of 5 nos. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_841137_1 to 2025_ZPHD_841137_5** and Last Date of Bid Submission is **16.05.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

Orphuli Gram Panchayat
Under Bagnan-II Dev. Block
Chak-Kamala, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited for 5 nos. development works under **SBM(G) & 15th CFC** and 1 no. seheme under **CFC fund** vide **Memo No.:- 165/OGP/SBM(G) & 15th CFC/2025-26, Dated: 02/05/2025 and 175/OGP/CFC/2025-26, Dated: 06/05/2025. Ref. e-Tender No.- WB/HOW/BAG-II/OGP/NIT-01/2025-26 (SBMG) & 15th CFC) and WB/HOW/BAG-II/OGP/NIT-01/2025-26 (CFC).** Bid Submission closing date (online): **10/05/2025 at 12:00 PM and 14/05/2025 at 12:00 PM.** For more details please see the Notice Board at Orphuli GP Office and visit the website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Orphuli Gram Panchayat

Press Notice
E-Tenders are hereby invited from Bonafede experienced and reliable contractors for Construction of 37no's scheme under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **07/05/2025 to 17/05/2025.** Vide **NIT- 07/PMKSY-WDC2-NRM/01/25-26.** Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block &
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Call 3rd Corrigendum Notice
N.I.E. Q. No. 37/WS/AMRUT/A.M.C./2024-25
Bid Submission period: 13.05.25 instead of 05.05.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও আপলোডের তারিখ ঃ ই-ডিওয়াই-ডব্লুডব্লু-সিটিআরবি-কে-টিমকেন-৮০০, তারিখ ০৩.০৫.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ওয়াগন)/ খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং **ই-ডিওয়াই-ডব্লুডব্লু-সিটিআরবি-কে-টিমকেন-৮০০**-এর প্রেক্ষিতে সিঙ্গল ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** সিঙ্গল টেন্ডার ভিত্তিতে ওইএম-এর মাধ্যমে ০১ (এক) বছর সময়সীমার জন্য “টিমকেন মেক ক্লাস-কে সিটিআরবি (৬১/২" x ৯")-এর সংস্কার”। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ ১৮%** হারে জিএসটি সহ ১,৬১,৫৯,৫৮০.৮০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৩০,৮০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। **ওয়েব সাইটের বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in** বিডাররা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/ সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। কোনওভাবেই এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না এবং যে কোনো ম্যানুয়াল অফার অগ্রাহ্য করা হবে। (PR-122)

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAL P.S.- SONARPUR.
DIST-SOUTH 24 PARA WEST BENGAL. Phone No: 2477-9245
(ANNEXURE-I)
SHORT TENDER NOTICE
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-

Name of the Work: Rate quotation for Supply, fitting and fixing of Double Swing, Three Face Slide and See Saw (4 seater) at Children park within Rajpur Sonarpur Municipality.
NIT No. 02/AMRUT/PARK/RSM/25-26 Dt. 05.05.2025
Estimated Amount: Nil
Submission started date: 07.05.2025 at 17-30 hrs.
Submission End date: 22.05.2025 at 17-30 hrs.
Part 1 opening date: 26.05.2025 at 12-30 hrs.

For more details please visit website: http://wbtenders.gov.in.
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
সিএসটিই/প্রজেক্ট, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে যে ওপেন টেন্ডার খোলার নির্ধারিত তারিখ **২৬.০৫.২০২৫ দুপুর ৩টা** সেটির প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** ৩ বছর সময়কালের জন্য মেট্রো ভবন সমেত কেডিএসডব্লু থেকে কেকেভিএস পর্যন্ত ব্লু লাইন (২৬টি স্টেশন)-এর জন্য এইচবিএল নির্মিত টিএমএস (ট্রেন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) সিস্টেমের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২,৬৫,৪৯,৯৯৯.৩১ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৮২,৮০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারটি দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডারদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং তাদের আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত টেন্ডারদাতা/বিডাররাই ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করতে হবে।
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্ক_২৮-২০২৫-আর১, তারিখ ঃ ০৫.০৫.২০২৫
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এনএসজি কমান্ডোর নজরদারি

পুরী, ৬ মে: মঙ্গলবার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে দেখা গেল এনএসজি কমান্ডোর নজরদারি। জগন্নাথধামে হঠাৎ এমন নিরাপত্তা নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে শুরু করলে উত্তরটাও পাওয়া গেল।

পুরীর পুলিশপ্রধান বিনীত আগরওয়াল জানিয়েছেন, ‘এদিন জগন্নাথ মন্দিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন এনএসজি কমান্ডোর চার সদস্যের প্রতিনিধিদল। প্রতি বছরের মতোই নিয়ম মাফিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেছেন ওই প্রতিনিধিদল।’ উল্লেখ্য, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বছরভর কয়েক লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে। দেবস্থানে প্রবেশ ও বাহির পথ, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, আপাতকালীন পরিস্থিতি সামলানোর ব্যবস্থা, পুলিশ ও মন্দিরের নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে সমন্বয় যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখেন এনএসজি প্রতিনিধিদল।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, তিন সেনা প্রধানের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার অসামরিক মহড়া বাংলা-সহ গোটা দেশে। সীমান্ত রাজ্যগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে কয়েক গুণ। এই আবহে মঙ্গলবার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে দেখা গেল এনএসজি কমান্ডোর নজরদারি।

প্রসঙ্গত, আজ দেশজুড়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে অসামরিক মহড়া হবে। দেশের ২৭টি রাজ্য এবং আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ২৫৯টি জায়গায় এই মহড়ার নির্দেশিকা দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তার মধ্যে রয়েছে বাংলার ২৩ জেলার ৩১টি জায়গা। সেগুলি হল কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদহ, শিলিগুড়ি, বৃহত্তর কলকাতা, দুর্গাপুর, হলদিয়া, হাসিমারা, খড়্গপুর, বার্নপুর-আসানসোল, ফারাক্কা-খেজুরিয়াঘাট, চিত্তরঞ্জন, বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ার, রায়গঞ্জ, ইসলামপুর, দিনহাটা, মেঘলিগঞ্জ, মাথাভাঙা, কালিম্পং, জলঢাকা, কার্শিয়াং, কোলাঘাট, বর্ধমান, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি এবং মুর্শিদাবাদ।

পহেলগাওঁ হামলার খবর ছিল মোদির কাছে! বিস্ফোরক দাবি খাড়গের

নয়াদিল্লি, ৬ মে: তিনদিন আগেই কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার তথ্য ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে। সেকারণেই শেষ মুহূর্তে শ্রীনগর সফর বাতিল করেছিলেন তিনি! চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর প্রশ্ন, গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য থাকা সত্ত্বেও কেন সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করল না প্রশাসন?

পহেলগাঁও হামলার পর দু’সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। ভয়ানক হামলা নিয়ে মঙ্গলবার খাড়গে বলেন, ‘গোয়েন্দা ব্যর্থতা ছিল সেটা সরকার মেনে নিয়েছে। তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টাও করছে কেন্দ্র। কিন্তু আগে থেকেই যদি হামলার খবর ছিল তাহলে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হল না? আমি জানতে পেরেছি, কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা হতে পারে এমন একটি গোয়েন্দা রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তার ভিত্তিতেই নিজের শ্রীনগর সফর বাতিল করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আমার প্রশ্ন, আগে থেকে তথ্য ছিল তা সত্ত্বেও কেন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হল না?’

আরও জানা গিয়েছে, ১৯ এপ্রিল কাশ্মীরের কাটরা-শ্রীনগরগামী ট্রেন উদ্বোধনের কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। তার আগেই বড়সড় কোনও হামলা চালানোর ছক ছিল জঙ্গিদের। যদিও শেষ পর্যন্ত পূর্ব নির্ধারিত সেই কর্মসূচি বাতিল করা হয়। রেলের তরফে জানানো হয়, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এই অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। এই জোড়া ঘটনাকে হাতিয়ার করেই কেন্দ্রকে একহাত নিলেন কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর প্রশ্ন, গোয়েন্দা ব্যর্থতা থাকলে সেটা সংশোধন করা যায়। কিন্তু গোয়েন্দারা তথ্য দিলেও কেন সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হল না?

উল্লেখ্য, পহেলগাঁও হামলার কয়েকদিন পরে একটি গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসে। যেখানে দাবি করা হয়েছে, পর্যটকদের উপর যে হামলা হতে পারে তার আগাম খবর গোয়েন্দারা দিয়েছিল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

ভ্রমণরসিক রবীন্দ্রনাথ

স্বপনকুমার মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথের জীবনই ভ্রাম্যময় । শুধু তাই নয়, সেখানে প্রচলিত ভ্রমণের ধারণাই তাঁর ভ্রাম্যময় জীবনপ্রকৃতিতে মেলানো দায় । কেননা চলার অস্থিরতায় তাঁর স্থানিক সত্তাই নানাভাবে ভাবিয়ে তোলে । ভ্রমণের ক্ষেত্রে ঘর ছেড়ে বাইরের হাতছানিতে বেরিয়ে দূর দেশের অচেনা-অজানা পরিসরে নিজেকে খুঁজে ফেরার চেতনায় রবীন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট ঘরকেই খুঁজে পাওয়া যায় না । জোড়াসাঁকো থেকে বোলপুর-শান্তিনিকেতন, আমেদাবাদ থেকে গাজীপুর, শিলাইদহ-পাতিসর-সাজাদপুর প্রভৃতি স্থানেই তাঁর ঘরের বিস্তার সারা দেশময় । সেক্ষেত্রে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ছুটে বেড়ানোকে তো ভ্রমণ বলা যায় না । আবার যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই নিজের ঘরকে যেমন বিস্মৃত হননি, তেমনই তাঁর ভ্রমণরসিকমানসে বাইরের নিত্যনতুন রূপমাধুরীকে খুঁজে ফিরেছেন । একদিকে ঘরের প্রতি তীব্র অনুরাগ, অন্যদিকে সুদূরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ । এই দুই সত্তাতেই ভ্রমণরসিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় নানাভাবে আজীবন সজীব সচল ছিল । সেখানে খাঁচার পাখির আর্তি বনের পাখিতে মুক্তি পায়, আবার পরিশ্রান্ত বনের পাখির নীড়ে ফেরার আকুতিও নানাভাবে প্রকাশমুখর । অন্যদিকে তাঁর সর্বত্রবিহারী মনের কল্পনাভিসারে যেমন তাঁর সহজাত, তেমনই দেশান্তরে গিয়েও নিজের ঘর খুঁজে পাওয়ার স্বপ্নও তাঁর চোখে কাজল হয়ে উঠেছে । বনেদি ঘরে চাকরবাকর পরিবৃত হয়ে শৈশবযাপনের মধ্যে তাঁর চার দেওয়ালের সীমানা সুদুরের তৃষ্ণায় তাঁকে উন্মনা করে তোলে । সেক্ষেত্রে তাঁর চঞ্চল মনে কল্পনায় আকাশের নীল দিগন্তের সীমানা অতিক্রম করা ছিল সহজাত । সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের শৈশবের ঘরবন্দি জীবনও তাঁকে স্থানিক ভ্রমণের পাশাপাশি মানসভ্রমণেও সচল রেখেছিল । তাঁর ভ্রমণসাহিত্যের মধ্যেই সেই মানসভ্রমণের পরিচয় নানাভাবে উঠে আসে । ভ্রমণের বহুমাত্রিক চেতনাতেই রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাঁকে আজীবন সক্রিয় রেখেছিল । তাঁর ভ্রমণসাহিত্যের বাইরেও সুবিপুল সাহিত্যসম্ভারের মধ্যেও তার বিস্তার বর্তমান । সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজনবিশ্বে বিশ্ববিহারী, ভ্রমণবিশ্বে বিশ্বপথিক । তাঁর পথচলাতেই আনন্দ । সেই পথচলায় যখন প্রয়োজনের যোগ নিবিড় হয়ে উঠেছে, তখনও তাঁর স্বচ্ছন্দে চলার গতি রুদ্ধ হয়ে পড়েনি । তীব্র গতিতে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে চলেছেন । সারা জীবন ধরেই তাঁর গতিশীল জীবনে ভ্রমণের বেগে আবেগ নিঃস্ব হয়ে পড়েনি, বিচিত্র জগতের প্রতি আসেনি অতৃপ্তিবোধ, বরং সীমার মাঝেও অধরা মাধুরীর প্রতি জেগে ছিল তীব্র তৃষ্ণার পরশ আজীবন । সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণরসিক মনটির চলনে কোনো স্থিরতা ছিল না । বলাকার মতো তাঁর চলন, চাতকের মতো তাঁর অতৃপ্তি । এমনকি, তাঁর ঘরের সাধ মেটেনি, বাইরের হাতছানি বিরতি দেয়নি । সেই ভ্রমণরসিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এখনও অজানা খনির পরশমণি । সৃজনবিশ্ব থেকে মর্তপৃথিবীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ । অথচ যোগসূত্রের অভাবে তাঁর ভ্রমণসাহিত্যের স্বতন্ত্র আভিজাত্য লাভ করেনি, সৃজনবিশ্বেও সেই ভ্রমণের যোগ আন্তরিক হয়ে ওঠেনি । শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণরসিক প্রকৃতিও সেখানে আবেদনে সবুজ হয়ে ওঠার অবকাশ লাভ করেনি । অথচ তাঁর প্রকাশই আকাশ হয়ে ওঠে । সে আকাশের দিকে একবার দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন । সেখানে যে অন্য রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বর্তমান ।

ভ্রমণরসিক রবীন্দ্রনাথকে শুধু তাঁর ভ্রমণসাহিত্যেই মেলে না, তার বিস্তার তাঁর সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখায় । অন্যদিকে তাঁর সহজাত প্রকৃতিতে ভ্রমণের হাতছানি তাঁকে সক্রিয় করে রাখত । সেখানে তাঁর বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলা জীবনে ঘর ও বাইরের অস্থিরতা আজীবন সচল ছিল । চল মন নিজ নিকেতনের খোঁজে তাঁর ভ্রাম্যমান জীবনই স্বাভাবিক হয়ে আসে । অথচ সেখানেও তাঁর সাধারণে অসাধারণ প্রকৃতি । বর্ণরঙিন পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে নিজেকে খুঁজে পাওয়াই শুধু নয়, তার রূপসুধার প্রতি তীব্র অনুরাগে সাধারণ শিশুর মতোই তাঁর প্রকাশ আকাশ হয়ে ওঠে । সেকথা জানাতেও তাঁর শিশুসুলভ মনটির সবুজ মনে হয় । তাঁর 'জীবনস্মৃতি'ই(১৯১২) তার সাক্ষ্য বহন করে । ছোটবেলা থেকে খাঁচাবন্দি জীবন থেকে মুক্ত আকাশে উড়ার জন্য ডানা ছটপট করত তাঁর । এগারো বছর বয়সে উপনয়নের(২৫ মাঘ, ১২৭৯/১৮৭৩)) পর টাক মাথায় বিব্রত রবিকে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণের ইচ্ছের কথা জানতে চাইতেই তাঁর উত্তর 'চাই এই কথাটি যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত ।' পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে বেরিয়ে বালক রবি বোলপুর, অমৃতসর, ডালহাউসি দিয়ে বিচিত্র প্রকৃতির রূপাসুধা পানে অবিরত থাকার মধ্যেও সেই অতৃপ্ত মনের চলন অসাধারণ মনে হয় না । রেলের জানলা দিয়ে ছুটে চলা নিসর্গ-প্রকৃতির প্রতি বালকমনের অপলক ক্ষুধার মধ্যেও সেই স্বাভাবিক প্রকাশ। আসলে জমিদারির বনেদিয়ানায় রবীন্দ্রনাথের জীবন অভিজাত হলেও তাঁর মননে ছিল বর্ণরঙিন পৃথিবীর মুক্তির হাতছানি যেখানে নিজেকে আপন করে পাওয়ার আয়োজন চলে অবিরত । এজন্য যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই নিজেকে খুঁজে ফিরেছেন । তাঁর এই আপন করে যাপন করার মধ্যেই রয়েছে অসাধারণত্ব । যেখানে অন্যদের মধ্যে ক্ষণিকের অথিতি হয়ে ভ্রমণের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা বর্তমান, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই তাঁর রসিক প্রকৃতিতে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ উপভোগে সদা তৎপর । অন্যদের ক্ষেত্রে ভ্রমণ প্রয়োজন, তাঁর কাছে ছিল আয়োজন । প্রয়োজনে আনন্দের যোগ বিলাসী হয়ে ওঠে, আয়োজনে তাই অপরিহার্য মনে হয় । সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণে বিলাস ছিল না, ছিল নিজেকে বিকাশের আনন্দ । কতভাবেই না তিনি সেখানে নিজেকে খুঁজে ফিরেছেন, তার ইয়ত্তা নেই । হিমালয় ভ্রমণের পূর্বেও আট-নয় বছর বয়সে কলকাতায় ডেঙ্গুর ভয়ে পানিহাটি বা পেনেটি গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । সেটা ছিল কলকাতা থেকে প্রথম বাইরে যাওয়া । সেখানেও তাঁর নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সদিচ্ছা আন্তরিক হয়ে ওঠে । সেই পেনেটির বাগানবাড়িতে নিজেকে আপন করে পাওয়ার কথায় অকপট অভিব্যক্তি তাঁর ভ্রমণপ্রকৃতিকে প্রথমাবধি সবুজ করে তুলেছে । তিনি জানিয়েছেন 'এই প্রথম বাহিরে গেলাম । গঙ্গার তীরবর্তী যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল ।' প্রতিদিন নতুন করে পাওয়ার সেই বাগানবাড়ির স্মৃতি তিনি আজীবন শুধু স্মরণেই রাখেননি, আবার দেখার জন্য মুখিয়ে থাকতেন । পরিণত বয়সে (১৯১৯-এর মে মাসে) একবার গিয়েছিলেন সেখানে । রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণপ্রকৃতির মধ্যে এইরকম একান্ত আপন খুঁজে পাওয়া তাঁর স্বভাবজ । আর সেখানেই তাঁর সাধারণে অসাধারণ প্রকৃতি আপনাতেই সবুজে সজীবতা লাভ করে ।

যৌবন গড়িয়ে প্রৌঢ়ের দিকে এগিয়ে চলার পরিসরে লেখা 'জীবনস্মৃতি'র শুষ্ক পাতাতেও তাঁর সেই ভ্রমণের কথা সবুজ হয়ে উঠেছে। আসলে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ ছিল তাঁর মনের সবুজের অভিযান । এজন্য বয়সের ভারে বা দায়িত্বের ধারে সেই অভিযান কখনো বিরত হয়নি । অক্লেশে পাড়ি দিয়েছেন দূর-দূরান্তে, পার হয়েছেন দীর্ঘ পথ । আপন বেগে পাগল পারায় যখন আয়োজন প্রয়োজনে মিলিয়ে গেল, তখনও রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণপিপাসু মনে দেশদেশান্তরে ছুটে চলেছেন । ১৯১৩-তে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে সেই প্রয়োজনের যোগ ক্রমশ নিবিড় হয় ওঠে । এবার বিদেশ ভ্রমণের গতি স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । সেই ভ্রমণের নেপথ্যে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের দায় জুড়ে থাকুক না কেন, সেখানেও তাঁর দিগন্তবিস্তারী মনের চলনে কোনো ক্লান্তির ছায়া স্থায়ী হয়নি, অবসাদে বিরতি আনেনি । ১৮৭৮-এ ইংল্যাণ্ড থেকে ১৯৩৪-এ শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত ছাপান্ন বছরের মধ্যে পাঁচটি মহাদেশের (অস্ট্রেলিয়া ও আন্টার্টিকা বাদে) তেত্রিশটির বেশি দেশ ঘুরেও তাঁর ভ্রমণ সচল থেকেছে আজীবন । বিদেশ ভ্রমণের বিরতি এলেও স্বদেশে ভ্রমণ ছিল তাঁর অবারিত । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশের প্রধান সব শহরগুলিতেই তাঁর ছিল অবাধ বিচরণের শ্রীক্ষেত্র । শুধু তাই নয়, সেখানে আত্মমর্যাদায় তাঁর শরীর ভারী হয়ে ওঠেনি, মনে আসেনি আলস্যবিলাস । প্রয়োজনের তাগিদে ভ্রমণের আয়োজনকে তাই তিনি আপন করে নিয়েছেন বারবার । ১৯৪০-এ প্রবৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ গরমের সময় দার্জিলিঙের পাহাড়ের শীতল আশ্রয় মংপু ও কালিম্পঙে ছুটে গিয়েছেন । শুধু তাই নয়, সেবছর সেপ্টেম্বরেও অসুস্থ শরীরে ডাক্তারের কথা অমান্য করেই কালিম্পঙে আশ্রয় নিয়েছেন কবি । সেখানে তাঁর আনন্দে ভাটা পড়েনি, আসেনি ক্লান্তির অবসাদ । কবি লিখেছেন, 'আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ, / জানে তা কি এ কালিম্পঙ ?' অসুস্থ শরীর নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আবার কলকাতায় জোড়াসাঁকোয় ঘরে ফেরার জীবনবৃত্তে রবীন্দ্রনাথের আশি বছর মাসতিনেকের আবর্তনের মধ্যে তাঁর চিরসবুজ ভ্রাম্যমান প্রকৃতি নানাভাবেই প্রকাশমুখর । সেদিক থেকে তাঁর ভ্রমণসাহিত্য শুধুমাত্র বিদেশভ্রমণকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে । শুধু তাই নয়, সেই ভ্রমণসাহিত্য অপূর্ণ, অবিন্যস্ত এবং বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত । সেখানে ভ্রমণবৃত্তান্ত স্বাভাবিকভাবেই অপ্রত্যাশিত । কেননা তা রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরুদ্ধ । অন্যদিকে যেটুকু ভ্রমণসাহিত্যের পরিচয় উঠে এসেছে, তার মধ্যেও তাঁর ভ্রমণরসিক মনকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না । সেখানেও রবীন্দ্রনাথের ক্রমশ উৎকর্ষমুখর প্রকৃতি লক্ষণীয় । সতেরো বছর বয়সে ১৮৭৮-এর সেপ্টেম্বরে তাঁর প্রথম বিদেশ ভ্রমণ । সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যেও ছিল তাঁর স্বকীয় আভিজাত্যবোধ । সেখানে তাই তাঁর মনের চলনে আমিত্বের প্রকাশে আন্তরিক হয়ে উঠেছে । চিঠি বা ডায়েরির মাধ্যমে আন্তরিকতার পরশ ছড়িয়ে তার প্রকাশে ভ্রমণের মোড়কটিকে ভ্রমণবৃত্তান্তে আকৃষ্ট করায় সক্রিয় না হয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাকেই নিবিড় করে তুলেছে । সেখানেও ভ্রমণের চেয়ে ভ্রমণকারীর অভিজ্ঞতাকেই আলোকিত করার প্রয়াসে স্বাভাবিক ভাবেই 'জনৈক'র স্থলে ব্যক্তি পরিচয়ের আভিজাত্য ক্রমশ আন্তরিক হয়ে ওঠে ।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলেত ভ্রমণের অভিজ্ঞতার (১৮৭৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৮০-এর ফেব্রুয়ারি) যে তেরোটি চিঠি 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে 'ভারতী'তে (১২৮৬) ধারাবাহিক ভাবে বেরানোর পরে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামে সেগুলি গ্রন্থরূপ লাভ করে (১৮৮১) । সেটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ । আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে এভাবে প্রকাশের মধ্যে তাঁর ভ্রমণপ্রকৃতির সজীবতা আপনাতেই সবুজ হয়ে ওঠে । সেখানে শুধু চলতি ভাষা প্রয়োগের আভিজাত্যেই বাংলা সাহিত্যে তার ভূমিকা নিঃশেষ হয়ে পড়ে না, ভ্রমণের বহুমাত্রিক প্রকাশের আধারে রবীন্দ্রনাথের সৃজনবিশ্বের পরিচয়েও তা মহার্ঘ হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের অভিনব ধারা সৃষ্টিতেও তাঁর অনস্বীকার্য ভূমিকা বর্তমান । অন্যদিকে সেই 'যাত্রী' থেকে 'প্রবাসী'তে স্থির হতে পারেনি । ১৮৯০-এ(১২৯৭-এর ভাদ্র মাসে /২৪ আগস্ট) দ্বিতীয়বারের বিলেত ভ্রমণে 'প্রবাসী' আবার 'যাত্রী' হয়ে ফিরে এল । তাঁর এবারের ভ্রমণের কথা ডায়েরি আকারে লেখা, 'সাধনা'য় 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত । মাসদুয়েকের মধ্যেই ভ্রমণ শেষ হয়ে যায় । রবীন্দ্রনাথের সেই ভ্রমণের কথা দুই খণ্ডে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'(১২৯৮, ১৩০০)-এ বেরয় । চিঠিপত্র ও ডায়ারির আন্তরিক প্রকাশের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের সিংহভাগ ভ্রমণসাহিত্য প্রকাশিত । অবশ্য চিঠি বা ডায়ারির মাধ্যমে ভ্রমণকথা লেখার রেওয়াজ সেকালেও ছিল । শিবনাথ শাস্ত্রীর 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' বা কেশব সেনের 'Diary in England' তাঁর পরিচয় । এছাড়া 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের প্রথমদিকে স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক'-এর নাম ছিল 'বিলাত যাত্রীর পত্র'। অন্যদিকে ১৯১২-তে(১৫ মে) তৃতীয়বার বিদেশ ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । সেবার রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের সঙ্গে আমেরিকাতেও গিয়েছিলেন । ইলিনয়, বস্টন, হার্ভার্ড, শিকাগোও ঘুরে এসেছেন । শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে লেখা সেই ভ্রমণবৃত্তান্তই তাঁর 'পথের সঞ্চয়'(১৯১২) । সেখানে প্রচলিত ভ্রমণবৃত্তান্ত নেই, আছে তাঁর চলার আনন্দের কথাই । অন্যদিকে ১৯১৩-এর নভেম্বরে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে স্বাভাবিকভাবেই বিদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণে আয়োজনের চেয়ে প্রয়োজনের যোগ নিবিড় হয়ে আসে ।

আগামী বুধবার শেষাংশ

ঘুরে আসুন দেবানন্দপুরে

শরৎচন্দ্রের জন্মভিটেয়

ডাঃ শামসুল হক

হাতে একটু সময় থাকলে অতি অবশ্যই ঘুরে আসতে পারেন শরৎচন্দ্রের জন্মভিটে দেবানন্দপুরে। শহর কলকাতার একেবারেই কাছাকাছি। আছে সরস্বতী নদী। যদিও সেই নদীর আর নেই পুরাতন সেই গৌরব। কিন্তু নদীর নাম সরস্বতী, তাই মজে যাওয়া স্রোত হীন সেই নদীটাকে নিয়ে এখনও গর্বে বুক ভরে ওঠে সকলের।

যাতায়াতের ও আছে হরেক সুবিধা । তাই শুধুমাত্র কলকাতায় কেন, রাজ্যের যেকোনোয় স্থান থেকেই দেবানন্দপুর যাওয়া বেশ সুবিধাজনকও। হাওড়া বর্ধমান মেইন লাইনের অতি পরিচিত স্টেশন ব্যান্ডেল জংশনের খুব কাছাকাছিই কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই জন্মভিটে । শিয়ালদহ স্টেশন থেকেও ব্যান্ডেল আসা যায় অতি সহজে। কারণ কেবলমাত্র হাওড়াই নয়, শিয়ালদহ থেকেও সরাসরি লোকাল বা এক্সপ্রেস ট্রেনের ও যোগাযোগ আছে দুই স্টেশনের মধ্যে।

ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকে দেবানন্দপুর যাওয়ার জন্য পাওয়া যায় নানান ধরণের যানবাহন । দুরত্ব দুই কিলোমিটারের কাছাকাছি। সেখানে একবার পা ফেললে ভরে ওঠে মনটাও। অনেক দিনের পুরাতন একটা বাড়ি । কিন্তু নিয়মিতভাবে হয় সেই বাড়ির দেখভালের কাজও। সেজন্য লোকজন ও আছে। বাড়ির সামনেই আছে শরৎচন্দ্রের মূর্তি। হাতে একটা বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। বলাই বাহুল্য, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আবার নড়তেও ইচ্ছে করবে না। সেই মূর্তিই যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে সকলকে। আর সেই মানুষটি যদি হন সাহিত্যপ্রেমী তাহলে তো আর কথাই নেই।

বাড়ির কাছাকাছিই আছে শরৎ স্মৃতি মন্দির। সেটা একটা গ্রন্থাগার। আবার বলা যেতে পারে একটা সংগ্ হশালাও । সেখানে থরে থরে সাজানো আছে অজস্র বই। আছে শরৎ বাবুর ব্যবহৃত অনেক মূল্যবান জিনিসপত্রও। একজন ভ্রমণ রসিক মানুষ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তিনি । আবার চাকরির সূত্রে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও করতে হয়েছিল তাঁকে। আর শুধুমাত্র ভ্রমণই নয়, অথবা নয় দীর্ঘদিন সেই জায়গায় বসবাস করা, নিয়মিতভাবে সেইসব কথা লিখে রাখার অভ্যাস ও তাঁর ছিল । সেসব কথা তিনি লিখতেন সাহিত্যের খাতায় এবং অতি অবশ্যই মনের খাতাতেও।

দেবানন্দপুরে তাঁর সেই সংগ্রহশালার মধ্যে অতি সযত্নে রক্ষিত আছে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত সেইসব জায়গায় নিখুঁত বর্ণনাও। সেখানেও দেখা মেলে তাঁর একটা মূর্তির। সামনে একটা ফলক ও । তাতে লেখা আছে সেই মূর্তি উন্মোচকের নামও। প্রখ্যাত কবি রাধারাণী দেবীর হাত ধরেই একসময় উন্মোচিত হয়েছিল প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই মূর্তি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালি কবি তথা মঙ্গলকাব্যের স্রষ্টা কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মহাশয় ও একসময় এসেছিলেন দেবানন্দপুরে। তাই সেই স্থানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর ও স্মৃতি। ফরাসি ভাষা শেখার উদ্দেশ্যেই তিনি এসেছিলেন সেখানে। তিনি তখন থাকতেন জমিদার রামচন্দ্র মুন্সীর রাজ দরবারে। সেইসময় ফরাসি ভাষা শেখার তাঁর ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তখন অবশ্য শরৎচন্দ্রের জন্মই হয়নি। কিন্তু যেহেতু সেই স্থানের নাম দেবানন্দপুর, তাইতো শরৎ বাবুর পাশাপাশি সেখানে ভেসে বেড়ায় তাঁর নামও।

দেবানন্দপুর ঘুরতে এলে বাড়তি পাওনা হিসেবে পাওয়া যেত পারে কাছাকাছি ময়ুর ময়ুরীতে ভর্তি সেই গ্রামেরও। সেখানে দেখা যেতে পারে অতি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তাদের ঘোরাফেরা কিংবা পেখম তুলে নাচও । ময়ূর মহল নামেই পরিচিত সেই স্পট। সেইসঙ্গে আবার আছে ভালো পিকনিক স্পটও । তাই অন্যান্য সময় ছাড়াও শীতের মরশুমে ভীষণ জমজমাট হয়ে ওঠে সেই জায়গাটিও।